

জয়দ্রথ বধ

নাটক ।

শ্রীরামরতন পাঠক প্রণীত ।

CALCUTTA :
S. K. LAHIRI & Co.
PUBLISHERS & BOOKSELLERS,
54, College Street.

১৯৩২ সাল ।

PRINTED BY B. C. SARKAR.
AT THE INDIA PRESS,
7, Moddon Dutt's Lane Bow-bazar.
AND PUBLISHED BY S. K. LAHIRI &
54, College Street, *Calcutta*.

দুর্ঘোষ বধ নাটক ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

হস্তিনা—রাজ—প্রাসাদের—প্রকোষ্ঠ—মধ্যে অপরাক্ষ

(দুর্ঘোষন দুঃশাসন কর্ণ ও শকুনি আসীন)

কর্ণ । প্রভাতে সভাতে এক আইল ব্রাহ্মণ,
বিস্তর বর্ণিল সেই রাজার গোচরে
পাণ্ডব যতেক দুঃখ পায় বনবাসে
আতপ উত্তপ্ত তারা ঐশ্বরের প্রভাবে,
রুষ্টি জলে তিতে অঙ্গ বরিষা প্রচণ্ডে,
পরিধান বলকল শীতের বারণ,
অপূর্ণ অভাবে কষ্ট পায় অবিরত ;
দ্রুতিহীন ক্লশাঙ্গ যে মলিন বদন ।
শুনি অঙ্করাজ সেই দুঃখের বারতা,
তোমা আমা শকুনিরে বহু নিন্দা করি,
দশ মুখে প্রশংসিল পাণ্ডু পুত্রগণে
অবশেষে আত্ম নিন্দে অমৃতপু চিত্তে ।

শকুনি । পাণ্ডবের কথা শুনি কেন যে বিষণ্ণ
হও তুমি মতিমান রাজা দুর্ঘোষন ?

ছবোধন । বনবাসী সে পাণ্ডব ; আমি রাজ্যপ্রাপ্ত
 —কিন্তু আমি পূর্ব কথা যদি বিদরয়
 রথা আমি আজীবন হিংসি হে পাণ্ডবে,
 রথা চেষ্টা সংসাধিতে পাণ্ডব অহিত;
 মম ইচ্ছামত্রে সেই পাণ্ডব অনিষ্ট,
 সদা জপি তবু দৈব অনুকূলে ছায় !
 প্রতিকূল ফল ফলে যা কভু ভাবিনে ।
 আমি দেখ ভীমের বল যবে বাড়িল
 বাল্যে বিনাশিতে তায় খাওয়াইনু বিষ,
 তবে ফেলিলাম জ্বোতেঃ, না মরিল ভীম,
 পেয়ে সুধা ফিরিল সে হস্তী বলে বলী ! !
 প্রস্তুতি যোগ্য—

ভাবিনাম পোড়াইব সপাণ্ডব কুন্তী ।
 কিন্তু পুড়িল সে যর যবে সে অনলে,
 দক্ষিল সপঞ্চ পুত্র ভিখারিণী এক,
 দেখি দক্ষ মৃত দেহ আনন্দে ভাসিনু,
 ভাবিনু পাণ্ডব শূন্য হলো বসুন্ধরা,
 জানিনু, অজ্ঞাত তবে, কিবা সুখোদয়,
 মধুর কিবা হিংসার চরিতার্থতা ।
 —কিন্তু হলো ভ্রান্তিদূর পাঞ্চালের দেশে,
 লক্ষ্য বিদ্ধি পার্থ যবে লভিল দ্রৌপদী ;
 কিবা লজ্জা, কি লাঞ্ছনা, অপমান ছায় !
 সমবেত যত রাজা স্বয়ম্বর ক্ষেত্রে,
 অসহায় একাকী সে পাণ্ডব উদয়ে ।
 দ্বাদশ মার্ত্তণ্ড তেজে জ্বলিল হৃদয়ে
 হিংসা, দক্ষ চিত্ত মম সে আগুণে জ্বলি,
 তাজিলাম ভোগ্য সুখ রাজ ধর্ম্য তবে,
 নিরোজিলাম ক্ষমতা যা ছিল আমার,

সাধিতে পাণ্ডবাহিত, কিন্তু জাতি ভাগে,
 পিতৃব্য সম্ভ্রাম রাজ্য পাইল অবাধে ।
 ইন্দ্র-প্রস্থে অধিরাজ হ'ল যুধিষ্ঠির,
 ময়ে নির্ঝাইল গৃহ বিচিত্র গঠন,
 পাণ্ডব উন্নতি দেখিলাম নিজ চক্ষে ;
 ঘুরিল মস্তক মোর শূলে বিজ্ঞ যথা ।
 আবার জ্বলিল ছদি, রাজহর্য যজ্ঞে
 বিভাসিল যবে হার পাণ্ডব সৌভাগ্য ;
 দানব নির্যিত সেই সভা দেখি হার !
 স্থলে জল ভ্রমে যবে ঘটিল আমার,
 হাসিল পাণ্ডব সবে বিজ্ঞপি আমায় ;
 আশ্বি ভ্রান্ত অপ্রতিভ তুচ্ছ সভা মাঝে,
 প্রতিজ্ঞা করিহু চিত্তে, জ্বলিয়া হিংসায়
 কোন্ ধর্ম ভীষ বল ত্যজিতে সক্ষম
 চিত্তের লালসা, ভোগ, অভিলাষ, হিংসা,
 অচিরে পাণ্ডব গর্ষ যাবে রসাতল

কর্ণা কিবা দুঃখ আর, এবে হতশ্রী পাণ্ডব,
 খদ্যোত পাণ্ডব গর্ষ লুপ্ত চূর্ণ এবে
 ভাতিত যা চির দীপ্ত দৃঢ় সমুন্নত ;
 কোথা তাদের সৌভাগ্য লক্ষ্মী, কোথা আজ
 ইন্দ্রের অমরাবতী তুল্য ইন্দ্র-প্রস্থ,
 খচিত মণিমাণিক্যে ময় সভা কোথা ;
 সকলই হে মহারাজ তব ভোগ্য এবে ।

দুর্যোধন । সত্য যা বলিলে কর্ণ সুহৃদ আমার,
 পাণ্ডব বঞ্চিত আজ রাজ্য লুপ্ত ভোগে ;
 কিন্তু হায় ! যে ঘটনা—
 ক্রোধের ভগিনী প্রিয় সুভদ্রা রমণী,
 বিবাহ করিব বলি হরে উৎসাহিত,

বলরাম অনুরোধে বরবেশে যাই;
 আমা অবহেলি গায়ে, কপট আচারে,
 হরিল অর্জুন তাকে করিল বিবাহ;
 বাড়ি খ্যাতি উজ্জ্বলিল পাণ্ডব গৌরব,
 অবনত মস্তকে সহি সেই অপমান।

হুঃশাসন। কিন্তু পদে নিবেদন,—এই সভাতলে
 সে সবেৰ পরিশোধ হয় নাহি কিহে;
 এক বস্ত্রা রজস্বলা পাণ্ডব মহিষী,
 ষটিল লাঞ্ছনা তার পাণ্ডব সাক্ষাতে।

হুঃখ্যাশন। ভাতঃ ভুলি নাই আমি স্মৃথের সে দিন
 প্রথর সন্তাপ পূর্ণ জীবনে আমার
 হরিৎময় স্মৃথ ক্ষেত্র সেই এক দিন,
 উত্তপ্ত বালুকাময় মকতুমে যথা,
 অরিয়া সে দিন পাই প্রচুর আনন্দ,
 পাণ্ডব বিজয় স্মৃথ সেই একদিন,
 গর্বিত ভীম পীড়িত কি অক্ষম ক্রোধে,
 কিবা হীনপ্রভ অভিমানী সে অর্জুন,
 নকুল সহদেব কিবা কান্দিয়া বিহ্বল,
 গণ্ড মুখ যুধিষ্ঠির কিবা সে লজ্জিত,
 দ্যুতাশক্ত পণ্ড্রফ, সোদর সমক্ষে,
 কৃতাজীকার তাই সে সহিল লাঞ্ছনা।

কর্ণ।(স্বগত) দ্রৌপদীর অপমান নিন্দনীয় অতি,
 ক্ষত্রিয়ানুচিত কার্য বীরের অযোগ্য;
 পাণ্ডব পামর তাই অরা'ল সেদিন;
 আমিও হিংসি পাণ্ডবে,
 আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ লোকে বলয়ে অর্জুনে,

তাই অনুগত আমি কৌরবের পক্ষে ;
বীরত্বে জিনিব তারে স্বর্ণিত না হব ।

শকুনি । বলিলে অনেক কথা কিন্তু স্মরিলেনা
কার স্নকৌশলে মজ্জে জিনিলে পাশায় ।

দুর্যোধন । না ভুলি মাতুল আমি তব সহায়তা,
সে কার্যে সফল যত সব তোমা হ'তে ;
তব বুদ্ধি বলে জিত পাণ্ডব দুজয়,
তব গুণে আজ বনে বনচারী তারা ।

শকুনি । (তাই)——সমৃদ্ধ শ্রীমান্ তুমি সৰ্ব্বধন ভোগী,
পাণ্ডব বিজিত লক্ষ্মী করতলে তব,
ধরণী মণ্ডলে তুমি অধ্বিতীয় রাজা,
কোন রাজা নহে এবে তব আজ্ঞাবহ ;
অতুল প্রভাব তুমি শৌর্য বীর্যশালী,
কুরু কুল ত্রৈলোক্য কুলের প্রদীপ ।
পাণ্ডব শ্রীহীন আর দরিদ্র বনচারী,
অসমৃদ্ধ, রাজ্যভ্রষ্ট, শোকতপ্ত সদা,
এই কালে হয় এক পরামর্শ মোর,
দেখাতে বিভব তব পাণ্ডু পুত্রগণে ।

কর্ণ । কিবা সুখোদয় শত্রু হেরিলে ঐশ্বর্য
বনবাসে রহি যদি পাণ্ডু পুত্র গণ,
অতুল সম্পদ তব না হেরিল চক্ষে,
ব্রথা বলি মানি আমি সৰ্ব্ব ভোগ সুখ ।

শকুনি । শোভি সৰ্ব্ব অসঙ্কারে রতন নির্মিত
মণি মাণিক্য উজ্জ্বল, বহু মূল্যবান
বিচিত্র বসনে, বপু, মাজায়ে আপনা

কুক্কুল নারী যবে ভেটিবে সহাস্যে,
বলকল পরিপ্লতা দ্রৌপদী হুঃখিনী

হুঃশাসন । কিবা প্রীতিপ্রদ সেই দৃশ্য অভিমত !

শকুনি । —শোকে দহিবে হৃদয় তার, চাহিবে হে
রুকোদর পানে হুঃখে দগ্ধ হবে ভীম,
দাক্ষণ সম্ভাপে তবে মর্মে ব্যথা পেরে,
ছাড়িবে নিশ্বাস চাহি দ্রৌপদীর মুখ
—আর কল্প মতিমান ! রাজা তুমি যবে,
সধুমে উদ্ভিত হবে সহ পাত্র মিত্র,
যবে রথ অশ্ব গজ পদাতি সমজ্জ,
অক্ষৌহিনী অক্ষৌহিনী করিবে গমন,
যবে অযুত বাহনে বহিবে কিঙ্কর,
অর্থ সাধ্য স্রুথ ভোগ্য দ্রব্য রাশি রাশি,
যবে স্রুসজ্জ বিচিত্র রথে চড়ি তুমি
দ্বৈতবনে মহা ধুমে হবে উপনীত,
চারি ভাই মাত্র সহ যথা যুদ্ধিষ্ঠির,
কিবা স্রুখোদয় তবে সম্ভব পাণ্ডবে
হেট মুণ্ড ত্রিস্রমাণ দেখিবে যখন ।

কর্ণ । কর আদেশ সাজিতে বাহিনী প্রচুর,
শুভ কর্মে বিলম্ব না কর কদাচন ।

দুর্যোধন । মানিলাম স্রুধপ্রদ দৃশ্য বটে তাহা,
কল্পনার রঞ্জিলে যা তুমি হে মাতুল,
আর তোমরা বলিলে কর্ণ হুঃশাসন ;
—কিন্তু ভয় চিন্তে পিতা না দেন আরতি
সমজ্জ যাইতে সবে, এবে দ্বৈতবনে,
বিবাদ পাণ্ডব সহ পাছে হয় বলি
বল কোন যুক্তি করি ল'বে অনুমতি ।

জয়দ্রথ বধ নাটক।

শকুনি। (কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া) ঘোষ যাত্রা ব্যপদেশে করহ গমন,
দেখিতে গোরক্ষ আর দেখা'তে বিভব।

[সকলের প্রস্থান]

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

দ্বৈতবন ।

যুধিষ্ঠির । যজ্ঞেব্রতী এতক্ষণ আছিলাম আমি
পূর্ণাহুতি তবু আজ হলনা নিতান্ত
ফল মূল জল এবে আনহ সত্তর
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ হায়—বনবাসী
ঐ শুন কলরব দূরাগত কল্লোল
বাতোখিত যথা শব্দে সমুদ্র তরঙ্গ

ভীম । দ্বৈতবনে আজ রাজ্য এলো হুর্যোধন,
কলরব করে তার অনুযাত্রিগণ

যুধিষ্ঠির । হাহাকার ধনি তবে কেন শুনি কর্ণে
বিপদে পড়িল কিছে হুর্যোধন বীর
সৈন্য কোলাহল আর শত্রু সিংহনাদ
কামিনী কাতর কণ্ঠে করিছে ক্রন্দন
ওহে ভীমার্জুন হুয়া দেখ অগ্রসরি

ভীম । কোঁরব বিপন্ন যদি শুভ সমাচার
তার লাগি ব্যস্ত আমি হই হে কদাচ
ক্ষুণ্ণ পিপাসায় আর্ত তব প্রতীক্ষায়
—ঐ দেখ দূত এক আসিছে হেথায়

(মলিন বেশে দূতের প্রবেশ ও অভিনন্দমাত্তে দণ্ডায়মান)

যুধিষ্ঠির । কহ কহ ওরে দূত কিবা বার্তা। তোর
 কেন দীন ভাবাপন্ন এলে কোথা হতে
 কে তোমা পাঠালে আজ আমার নিকটে

দূত । অবধান ধর্মরাজ মম বাক্য প্রতি
 হুর্যোধন দূত আমি—প্রেমিল আমার
 কুঙ্কুল নারী এবে তোমা সমিধান
 কাতরে কুঙ্ক মহিষী বলিলেন বাণী
 ছিন্ন তার বীণা যথা শোক বন্ধ কণ্ঠে
 সত্বরে জানাতে তোমা হৃৎস্থের বারতা
 দ্বৈত বনে গন্ধর্ব্ব রণে পরাজিত হায় !
 আজি কুঙ্কুল । কর্ণ আদি বীর যত
 হারিয়ে সমরে ভীক সব পলাইল ;
 বহু রণ করে একা রাজা হুর্যোধন
 কিন্তু শেষে বন্ধ তারে করিল গন্ধর্ব্ব
 কুঙ্কুল নারী সহ বান্ধি লয়ে যায়
 হাহাকার রব করে যতেক কামিনী
 প্রসন্ন হইয়া রক্ষ কুঙ্কুল মান
 কান্দে কুলবধু তব বিষন্ন মলিন
 হুর্যোধন মহামানী কুঙ্কুল পতি
 রক্ষ সবে উদ্ধার হে নিতান্ত দুরায়
 নতুবা বিনষ্ট লজ্জা কলরু সাগরে
 সত্বরে বিধান কর বিহিত যে হয় ।

যুধিষ্ঠির । উঠ ভীম উঠ পার্থ উঠ দ্রাকরি
 সমরে সাজহ এবে যক্ষ রক্ষঃ ত্রাস
 যাও যথা হুর্যোধন উদ্ধার তাহারে
 বিলম্ব না কর ভীম—

দ্রোপদী । পূর্ব্বাহ্নে গিয়াছে তার। সর্ব্ব অলঙ্কৃত

কটাক্ষে বিজ্রমি মোরে সম্মিত আনন্মে
ধন্য দেবগণ এবে দৈব প্রতিকূল ।

যুধিষ্ঠির । পরাজিত তারা বন্দী গন্ধর্ব্ব নিকটে
অন্যের বিপদে কৃষ্ণ না হও মোদিত
পরহুঃখে হর্ষভাব কুৎসিত যে অতি
বিলম্বিছ কেন ভীম সাজহ সহরে
কেনবা বিষম আজ শরণার্থী উদ্ধারে ?

ভীম । চিরদিন মো সবার অনিষ্ট যে করে
তাহার লাগিয়ে রণে কিবা প্রয়োজন
শত্রুর শত্রু হে রাজ্য গন্ধর্ব্ব সকল
প্রিয় কার্য তারা আজ সাথে আমাদের
অনায়াসে নির্ধাতন অন্যে করে বৈরী
কেন আজ্ঞা কর রাজ্য তার সহ রণে ।

যুধিষ্ঠির । উচিত যে নয় ভীম তব এ বচন
সত্য দুর্হ্যোধন শত্রু হয় আমাদের
সময়ে সাধিবে বৈর তার সহ রণে
কিন্তু এবে পরে করে কুল অপমান
কুকুল কলঙ্ক ছায় ! রটিবে সংসারে
গন্ধর্ব্বাপহৃত কিনা কুকুল নারী
জ্ঞাতি ভেদ জ্ঞাতি মনে হয় যে সংসারে
কিন্তু অন্যে করে যদি কুল অপমান
কুলোদ্ভূত বীর ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়
পরাজিবে তারে আর বাড়াবে কুলমান
শতোত্তর পঞ্চ মোরা অন্য সহ রণে
অতএব শুন ভীম আমি কুল ধর্ম্ম
এবে বিস্মরি বিবাদ মিলি কুক সৈন্যে
সাজহ সমরে আর না কর বিলম্ব ।

ভীম । কেমন চরিত্ত তব অক্রোধ কদর ;
 পরাজিত কুব্ধদল উদ্ধারিব তার
 দুই কুব্ধগণ যত দিরাছে যন্ত্রণা
 সকলই তুলিলে রাজা হসে বনবাসী
 তোমা লাগি সহি মোরা যত অপমান
 ক্ষত্রিয় হইরা বল কে করে তা ক্ষমা
 কপট পাশায় হরি নিল রাজ্য ধন
 দ্রোপদীর অপমান সভাবিদ্যমান
 তব আজ্ঞা নহে তাই কোঁরব জীবিত
 কুব্ধ কুল হিত চেফা না করিবে ভীম ।

যুধিষ্ঠির । জানি আমি ভীম তব ভুজ পরাক্রম
 জানি আমি দুইমতি কুব্ধর সমাজ
 জানি আমি দণ্ড যোগ্য হয় দুর্ব্যোধন
 তথাপি তোমাতে বলি বিশ্বর সকল
 নিশ্চেষ্ট হইলে এবে ক্ষত্র ধর্ম নষ্ট ।

অর্জুন । বিরত যদিপি মোরা কুব্ধ হিতপক্ষে
 ক্ষত্র ধর্ম নষ্ট কিসে বলহে রাজন ?
 ভুজবল সুরাসিত বিপুল সাম্রাজ্য,
 কুবের ভাণ্ডার জিনি রতন সংগ্রহ,
 দাস দাসী সুরপ্রচুর গো অশ্ব অসংখ্য,
 কুব্ধ হস্তগত বলি না গণি কিঞ্চিৎ ;
 আমা সবা অবহেলি দ্রোপদী লাঞ্ছনা ;
 দাসী বলি সভাতলে দ্রোপদীকে ডাকে,
 মম পুত্র দাসপুত্র ইজিতে বলিল,
 দাস বলি উপেক্ষিল যোবা কুব্ধগণ ;
 হিত চেফা তাহাদের কেমনে সাধিব ?

ভীম । রাজ্য ধন অপহৃত না করি গণনা

“শুকাইলে অস্ত্রাবাত না রহে বেদন
বাক্যাঘাত নাহি যায় যাবত জীবন”
উপেক্ষার অপমান নাহি যায় সহ্য
সভাতলে কুৰুদলে বলে কুবচন,
উপেক্ষি পাণ্ডবে তারা হাসিল প্রচুর
মোদিত আমি হে শুনি কুৰু পরাজিত ।

দূত । অই শুন মহারাজ কামিনী ক্রন্দন
দূরে লয়ে যায় সবে গন্ধর্ব প্রবল ।

যুধিষ্ঠির । সহিতে না পারি পার্থ কুলনারী কান্না
সত্বরে উদ্ধার সবে পরাজি গন্ধর্বের
সমরে করহ যাত্রা ওহে ভীমার্জুন
আমার আদেশ এই করহ পালন ।

অর্জুন । চল ভীম যাই রণে গন্ধর্ব সহিত
জ্যেষ্ঠের আদেশ তুমি না কর হেলন
কেন যে বিষম পেয়ে সমর সংবাদ
রণোন্মত্ত তুমি সদা আহবে মোদিত ।

ভীম । দেখিব গন্ধর্ব কেমন হরে হুর্ঘ্যোধন
সমরে পরাজি তায়ে আনিব বান্ধিয়া
অবশেষে যুধিষ্ঠির যেবা আজ্ঞা করে ।

যুধিষ্ঠির । যাও যাও রণে কিন্তু ধর বাক্য মোর
প্রথমে বলিবে তায়ে যত সাস্ত্রবাদ
ছাড়িদিতে হুর্ঘ্যোধন আর যত নারী
তাহাতে সম্মত যদি নাহিবে গন্ধর্ব
যুহু যুদ্ধ তাঁর সনে তবে হে করিবে
তাহাতে যদিও কার্য না হয় উদ্ধার
মহা যুদ্ধে পরাজিবে অরাতি সকল

দুর্ঘোষণ সই সবে করিবে মোচন
মহা অভিমানী সেই রাজা দুর্ঘোষণ
কটু তারে ভোমরা না কহ কদাচন ।

[একদিকে দূত সহ যুদ্ধবেশে ভীমার্জুনের প্রস্থান]

[অপর দিকে যুধিষ্ঠিরের ও নকুল সহদেবের ও দ্রৌপদীর প্রস্থান]

প্রথম অঙ্ক ।

—: *:—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

পশ্চিমধ্যে দিবাভাগে ।

(হুৰ্যোগধন, দুঃশাসন ও শকুনি আসীন)

হুৰ্যোগধন । কোথা পলাইল কৰ্ণ আমারে ছাড়িয়া

শকুনি । বিষন্ন কেন হে রাজা মলিন বদন
অগ্নি দহু তুল্য কেন দেহ কান্তি তব
কিসের নিমিত্ত শোক কর নরবর
শোকাক্ত হইলে হয় শত্রুর আনন্দ
অতএব ত্যজ শোক হও হে প্রসন্ন
ঐ দেখ কৰ্ণ হেথা করে আগমন ।

কর্ণের প্রবেশ ।

কর্ণ ।

কেমনে জিনিলে তুমি দুৰ্জয় গন্ধর্ব
কহ জয় বিবরণ বিস্তারি আমার
—হার ছিন্ন ভিন্ন হ'লে যবে সৈন্যদল
একত্র রাখিতে আমি নহিঁ সক্ষম
মর্মে ব্যথা পেয়ে পলাইলু রণ ছাড়ি
রাখিয়ে তোমারে রাজা দুঃশাসন আহবে
কিন্তু বড় পাই প্রীতি হেরিয়া তোমারে

কি কৌশলে মহারাজ পরাজিলে রণে
বাহুবলে বিমুখিলে কিম্বা চিত্রসেনে
মহা ধনুর্ধর তুমি বীর চুড়ামণি
যে সুখ উদয় রাজ্য ছেরিয়া তোমারে
দ্বিগুণ হইবে তাহা শুনি জয় বার্তা ।

দুর্যোধন । স্বধা কর্ণ প্রশংস আমারে
রণে পরাজয় আমি না করি গন্ধর্বে
পরাজিত বন্দী আমি হই তার বাণে
সনারী বাঙ্কিয়া মোরে তুলিল আকাশে
কিন্তু মরণ আমার ছিল যে হে ভাল
সে সময় সেই দুষ্ট গন্ধর্বের হাতে
কোন মুখে কব আমি সে লজ্জার কথা
বিদরিয়া যায় বুক স্মরিয়া কাহিনী
উদ্ধারে আমারে কিনা পাণ্ডু পুত্রগণ
আর শুন কর্ণ শেষ দুঃখের কাহিনী
হারিয়ে গন্ধর্বরাজ অর্জুনে বলে সখা
আমার সাক্ষাতে তবে বৈরী হয় মম
প্রেম আলিঙ্গন করি করিল মিত্রতা
ভীমার্জুনে জানাইল চিত্রসেন তবে
আমাদের অভিপ্রায় স্বেতবনে আসা
কটু তাকাইল ভীম আমার উপর
লজ্জায় মরিয়া তবে বাঙ্কিলাম হার !
প্রবেশি ধরণি যদি ক্ষিতি দিখা হয়
কতক্ষণে চিত্রসেন বলিল বচন
ছাড়িবেনা যাবে লয়ে বন্দী আমি তার
পার্থ অহুরোধে কিন্তু করিল স্বীকার
ল'তে মোরে সুবিস্তার বনচারী যথা
তবে ধর্মপুত্র শুনি সব সমাচার

মোচন করিল সবে চাহি আমি পানে
 তাই আমি আসিয়াছি হেথা প্রাণে বাচি
 কেমনে দেখাব কিন্তু মুখ লোক মাঝে
 ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর যে নিমিবে আমার
 প্রশংসিবে সবে ছায়, পাণ্ডুপুত্রগণে
 পরাজিত আমি তাই না কিরিব দেশে
 প্রতিজ্ঞা আমার এই কর অবধান
 তাজিব পরাণ করি প্রায়োপবেশন
 —ভাল হ'লে এলে কর্ণ, যাও কিরি দেশে
 কহিবে সবারে ছায়, দুর্ধ্যোধন মৃত—
 আর এক বাক্য বলি শুন দিয়া মন
 রাজ্য ভার দিনু তারে রক্ষ দুঃশাসনে
 হইবে সহায় তার ছিলে যথা মোর
 —ওহে দুঃশাসন ভাই এস হে নিকটে
 অভিষিক্ত কুরু রাজ্যে করিহু তোমায়
 সেনাপতি করি কর্ণে বরিবে আহবে
 মন্ত্রণা করিবে সদা শকুনি সহিত
 দশী শতী হাজারীকে শাসন কাঠিন্যে
 —নিয়োজিবে রাজ কর করিতে আদায় ;
 যথাকালে অনাদায়ে যদি সূর্য্য অন্ত
 অবশ্য করিবে তবে প্রচণ্ড শাসন
 ইহাতে প্রজার পীড়া ঘটিবে অবশ্য
 ইতি জানে তাহে দৃষ্টি না করিবে তুমি
 মহোচ্চ বেতন দিবে সেনা সেনানীকে
 অর্থ দানে পরিতুষ্ট যত কর্মচারী
 পুরস্কার মধ্যে মধ্যে অবশ্য কর্তব্য
 প্রমাদ লাভেচ্ছা যেন থাকে বলবতী
 তাহাদের স্বার্থ যেন তোমাতে জড়িত

এমতে পালিবে যত অনুজীবীগণ।
 ন্যায়ান্যায় উপেক্ষিয়া মাতিবে বিগ্রহে,
 উপস্থিত হয় যদি যুদ্ধের কারণ।
 হীনবল রাজা যদি হয় ধনশালী,
 পরাজিয়া তাহে রণে লুটিবে ভাণ্ডার ;
 সামন্ত করিয়া, কিবা লবে তার রাজ্য।
 সতত সজ্জিত সৈন্য রাখিবে বহুল,
 যুদ্ধ পটু ধনুর্ধর সমরে প্রচণ্ড ;
 আনন্দ বর্জন তবে হবে স্তম্ভদের।
 এস আলিঙ্গন করি, করি আশীর্বাদ—
 হও তুমি দুঃশাসন রিপু বিভৎসনা।

দুঃশাসন। নাহি যাব দেশে আমি ছাড়িয়া তোমারে—
 কুঙ্কুল চুড়ামণি তুমিহে অগ্রজ।
 যদি বা হুঁয়া, আতপ রহিত—
 হারায় চন্দ্রমা যদি, শীতাংশুতা—
 লুপ্ত যদি অগ্নির দহন শকতি—
 বারি শূন্য যদি কারিনিধি—
 হিমাত্রি খসিয়া যদি পড়ে ধরাতলে—
 তথাপি তোমারে ত্যাজি না যাব কখন।
 অনুজ আমরা সদা আজ্ঞাবহ তব ;
 তুমি রাজা কুঙ্কুলে, মোরা অনুগত।
 ত্যাজ চিন্তা চিত্ত হ'তে শোক কর দূর,
 পদে ধরি মহারাজ হও হে প্রসন্ন।

[পদ ধারণ]

কর্ণ। পাণ্ডব জিনিল রণ তাহে কিবা কতি ?
 নাহিক আশ্বেপ তাহে পাণ্ডব সাহায্যে
 চিত্রসেন পরাজিত মহারাজ যদি,

পূর্বাপর এই বিধি চির প্রচলিত—
 রাজা সহ যদি রণ ঘটিল কাহার ;
 সহায় হইবে তবে রাজ্যবাসী জন ।
 রক্ষিবে সর্বধা, আর বিপন্ন রাজাকে ।
 নিবসে পাণ্ডব তব বিষয় অন্তরে,
 উদ্ধারি তোমারে রণে সাক্ষিল কর্তব্য,
 ইথে নাহি পুরস্কার করি হে তাদের,
 না করিলে প্রত্যবায়, কর্তব্যের হানি ;
 অপঘণ তাহাদের হইত প্রচার ।
 প্রশংসার কার্য্য তারা কদাচন করে ।

দুর্যোধন । তথাপি পাণ্ডব হেতু মুক্ত হই আমি,
 অপঘণ পৃথিবীতে হইবে প্রচার—
 ‘কুরুরাজ সর্বদলে হইল বিপন্ন
 উদ্ধারিল কিনা তারে পাণ্ডুপুত্রগণ ।’

কর্ণ । শোক দূর নাহি হয়, হলে শোচমান ?
 শোকাক্ত হইলে শত্রু নিশ্চয় হাসিবে ।
 পাণ্ডব সঞ্চিত অর্থ এবে তুমি ভুঞ্জ ;
 তাহাতে পাণ্ডব কিহে করয়ে সন্তাপ ?
 অথবা ত্যজয়ে প্রাণ প্রায়োপবেশনে ?
 নিতান্ত মরিবে যদি তুমি অভিমানে,
 বার্তা শুনি রাজগণ হাসিবে অবশ্য ।

শকুনি । সঙ্গত হে মহামতি যা বলিল কর্ণ,
 তথাপি বিষাদ তব না হয় ধ্বন ।
 কেন যে উদ্যত তুমি পরিত্যাগে আজ,
 সংগৃহীত অর্থ পুঞ্জ আমার দ্বারায় ?
 ইহা অনুভবি চিত্তে শুন দুর্যোধন—
 ব্রহ্ম জন সেবা তুমি কখন না কর ।

অপক্ল মৃৎপিণ্ড চাক যথা বারি মধ্যে,
 তেমতি শ্রীভ্রষ্ট নর হ'লেও ভগবান্,
 যে'ই জন নারে চিত্ত করিতে সংযত,
 সহসা আগত যদি হর্ষ বা বিষাদ ।
 আর এক বাক্য বলি শুন দিয়া মন,
 শোক করি কেন কর বিরুদ্ধ আচার ।
 করিল পাণ্ডব এবে তব উপকার,
 প্রদর্শন হর্ষ তাহে হয় যে উচিত ।
 হইয়া ক্লতজ্ঞ অরি সেই উপকার,
 রাজ্যধন ফিরে দাও অপ্রসন্ন চিত্তে ;
 লভিয়া এমতে তবে ধর্ম যশ মান,
 সুখী হও মহারাজ করিয়া সৌভ্রাতৃ ।

দুর্যোধন । কেমনে ফিরিব বল দেশে আমি আজ—
 অবহেলে বিপু বক্ষে বিক্রম প্রকাশি ।
 অরাতি মন্তকে ছায় ! করি অবস্থান,
 স্থান ভ্রষ্ট আমি এবে নিন্দিত লঙ্কিত,
 চির সুখী নহে যেই দুষ্কৃত দুর্বিনীত
 শ্রী, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, তার থাকে বা যদ্যপি,
 সম্পদ মদ গর্ভিত দুর্কুঞ্জি, জ্ঞানাক্ষ,
 পড়েছি শঙ্কটে যেই তব বাক্যে মুগ্ধ
 হতমান হয়ে ছায় ! শত্রুর নিকটে
 কোন্ চেতনাবান করে জীবন ধারণ ?
 পূর্বে বাড়াতাম আমি মান সূহৃদেব,
 করিতাম হানি তবে শত্রুর সজ্জম,
 দিতে হে সূহৃদে শোক শত্রুকে আনন্দ,
 ফিরিব কি আমি আজ ছায় ! হস্তিনায় ?

প্রথম অঙ্ক ।

—:~:—

চতুর্থ গর্তাঙ্ক ।

—:~:~:—

বনমধ্যে রাত্রিকাল ।

(দানবত্রয়ের প্রবেশ)

১ দানব । এ বেদি স্থণ্ডিল, কর যজ্ঞ আয়োজন,
স্থাপ যুগ নাহি হেথা, কুস্ত্র প্রয়োজন ।

২ দানব । নর অস্থি অরণি যে কর আহরণ,
প্রজ্বলিত চিতা অগ্নি হইবে প্রণীত ।

৩ দানব । ধার্য মন্ত্রে প্রজ্বলিত কর যজ্ঞ অগ্নি,
হরন্তে মার্জার মাংস পক হবে চাক ।

১ দানব । শ্যোন গৃধ্র কাটি আন করি খান খান,
শৃগাল কধিরে তাহা কর তবে পাক,
পরমাত্র উপাদেয় রাখহ এখানে ।

২ দানব । শূকরপুরীষ ভোজী হইবে প্রণীত ।

৩ দানব । যজ্ঞাগ্নি বিস্তার সাধ্য হইবে তবেত ।

১ দানব । পচা মড়া, নর মাংস, বিড়ালের আঁতরি-
দোহন করহ রস হতে নাড়ী ভুড়ি—
মিসাইয়া পচা রক্ত খান খান সহ
ফেল হে কটাছে বস্ত্রে বলি বীজ মন্ত্র—

“নর মাংস লোলুপ আছা ।”

- ২ দানব । আহুত অগ্নিতে অস্থি পোড়ে কড় কড়ে ।
- ৩ দানব । দানবের যজ্ঞ কাষ্ঠ জামুক সংসারে ।
- ১ দানব । পচা পচা মাংস আন মৃত যে বানর,
পচা যে মুষিক আন গোটা গোটা দেখি,
বিল বিল করে কৃমি অমৃত অমৃত ।
- ২ দানব । শ্বন্ মাংস, শ্রোণ মাংস, রাধ ভূপে ভূপে
জতুকা, গন্ধ-মুষিক, আর যে বাহুর,
তৈলপায়িকা তাহে ফেল রাশি রাশি ।
- ৩ দানব । কুলটা নারীর আন জরায়ু অচিরে,
আর আন মাংস পিণ্ড ভ্রষ্টা রমণীর,
ভ্রগ হত্যা সাক্ষী তাহা প্রত্যক্ষ সংসারে ।
- ১ দানব । কাটি আন নাক তার করি খরনস ।
- ২ দানব । কচ্ছ হতে পুঁজ আন, আর ভ্রগ রস ।
- ৩ দানব । ফট যুক্ত মাংস আন, গৃহিনীর বলি ।
- ১ দানব । দড় যুক্ত ত্বক আন, স্কুত্র কীট সহ ।
- ২ দানব । উন্মাদের রক্ত আন, বায়ু, পিত্ত, কফ ।
- ৩ দানব । ছাড় ভাজি বসা আন ছাড় ভাজি মণ্যা ।
- ১ দানব । মস্তিষ্ক, যকৃত আন প্লীহা সমেত ।
- ২ দানব । পেট চিরি অস্ত্র আন স্নায়ু পূর্ণ যুত্র ।
- ৩ দানব । পুতি গন্ধ পুরীষ আন পুরিয়া খর্পর ।
- ১ দানব । অসতী নারীর আন কাটিয়া কবরী ।
- ২ দানব । কুটিনীর কেশ আন উপাড়িয়া আর ।
- ৩ দানব । আন শিখা ব্রাহ্মণের ধরম ধ্বজিন ।
- ১ দানব । সংগ্রহ হইল স্নায়, ফেলহ কটাহে ।
- ২ দানব । বিস্তারক পুড়ি, পুতি বায়ু সহ মিশি
প্রবেশিবে তাহা যথা ইন্দ্র আদি দেব ।
- ৩ দানব । জানিবে দানব করে কি বিকট যজ্ঞ ।

১ দানব। পুতি গন্ধ উড়িতেছে ভুর ভুর করি।
আসিবে পিশাচ যত বৈসে হে সংসারে।

২ দানব। হবির্গন্ধে যজ্ঞ স্থলে যথা দেবগণ।

৩ দানব। অই দেখ আসিতেছে আহুত মানব।

[হুর্যোধনের প্রবেশ।

১ দানব। মহারাজ হুর্যোধন কুঙ্কুল পতি,
একলা শিবির ত্যজি বনেতে ভ্রমণ।

২ দানব। শ্রুত প্রবোধ বাক্য অবহেলি সব
শ্রু শু রাখি সর্ব জনে বেড়াও অরণ্যে।

৩ দানব। কি লাগি বিষম রাজা, ত্যজিবারে প্রাণ?
ধারণ করিবে ব্রত প্রায়োপবেশন?

১ দানব। জানি আমি অপমান পেয়েছ হে তুমি,
অভিমাণে অভিমানী মৃত্যু ভাব শ্রেয়।

হুর্যোধন। (সবিস্ময়ে স্বগত) কেমনে জানিল এরা চিন্তের ভারতা
(প্রকাশ্যে) কিবা নাম কিবা জাতি কিবা ব্যবসায়?

১ দানব। দানব আমরা হই দেবতা বিদ্রোহী।

২ দানব। আমাদের পক্ষ তুমি দানব প্রধান।

৩ দানব। অর্জুনের তেজে তুমি হয়েছ উন্মনা
তাই ডাকি তোমারে হে দিতে উপদেশ।

১ দানব। দানব বচন ধর দৃঢ় কর মন
তব হৃদে প্রবেশিবে দানব প্রচণ্ড।

২ দানব। পাণ্ডবের হিংসা তুমি করিবে সর্বদা
সমস্ত দানব দল হই তব পক্ষ।

৩ দানব। কর্ণেতে প্রবিষ্ট দৈত্য নরক প্রচণ্ড।

১ দানব। ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বখামা হবে দৈত্য প্রাণ্ড।

২ দানব । জয়দ্রথ মূর্ত্তিমান দানবের প্রেষ্ঠ ।
 ৩ দানব । সবে মিলি যুদ্ধে যবে হবে অগ্রসর
 লভিয়া কেশব হতে নারায়ণী সেনা
 দানব সংলিপ্ত আত্মা বীরগণ সব ।

১ দানব । প্রচণ্ড হইবে রণ পাণ্ডব সহিত ।
 ২ দানব । অনায়াসে যুদ্ধে তুমি হইবে বিজয়ী ।
 ৩ দানব । দানব সহায় তব রাজ্য দুর্ধোধন ।
 দুর্ধোধন । দানব তোমরা যদি কেন হিংস তারে ?
 ১ দানব । দেবভক্ত পাণ্ডু পুত্র সেই যে কারণ ।
 ২ দানব । দানব আমরা, রীতি এই হিংসি তারে ।
 ৩ দানব । দেব অনুরত নর যে বৈসে সংসারে ।
 ১ দানব । দেবতা দানবে যুদ্ধ হয় চিরকাল ।
 ২ দানব । উত্তমে অধমে হৃদয় জগত সংসারে ।
 ৩ দানব । ভাল মন্দ নাহি মিলে, জল তৈল যথা ।
 ১ দানব । জয়ার্থ দানব মোরা হব তব পক্ষ,
 দেখিবে নির্জিত হবে দেব ভক্ত রিপু ;
 যত দেব মিলি যদি পাণ্ডব সপক্ষ ।

২ দানব । অনভিজ্ঞ নহ তুমি, আছে চির খ্যাতি ;
 অনেক দানব যুদ্ধে দেব পরাজয় ।

৩ দানব । ভাল ঠেলি মন্দ লোক বাড়য়ে যেমন ।
 ১ দানব । তাই বলি ছাড় রাজ্য মৃত্যু বাঞ্ছা তুমি,
 অরাতি কুলের ইচ্ছা বিধায়িনী যাছ ।

২ দানব । স্বরাজ্যে কিরিয়া যাও লয়ে অনুচর ।
 ৩ দানব । পাণ্ডব হিংসায় মন করহ নিবেশ ।

[দানব গণের প্রস্থান ।

হুৰ্যোধন । (অগত) সত্য যা বলিল এবে দানব মণ্ডলী ;
 এই আমি ছাড়িলাম আশ্রয়তা বাহু—
 যাহে লুপ্ত বীৰ্য্য, অৰ্ধ, সূৰ্য, জয়, যশঃ ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

—:~:—

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

(কাম্যক কাননে কুটীরে, পূর্বাঙ্কে, দ্রৌপদী রন্ধনে নিযুক্ত)

জয়দ্রথ । (স্বগত) একাকিনী বিরাজিছে দ্রৌপদী রন্ধরী,
অতুল সৌন্দর্য রাশি, উজলি কানন
কমনীয় কান্তি কিবা ললিত স্রষ্টাম,
(অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে) আশীর্বাদ কর, দেবি ! করি নমস্কার
যুধিষ্ঠির কোথা, কোথা পার্থ, বৃকোদর,
ব্রাহ্মণ সঙ্জন, কোথা মাজীর নন্দন ?

দ্রৌপদী । (স্বগত) একাকী কুটীরে আমি রয়েছি এখন,
হেন কালে হলো আজ কুটীর উদয়,
আমি না সম্ভাবি যদি হয় ধর্ম নষ্ট,
(প্রকাশ্যে) যুগ্মার গিয়াছেন ধর্ম পঞ্চভ্রাতা,
স্বানে গিয়াছেন সব ব্রাহ্মণ সঙ্জন ।
আসিয়া বসুন এই ক্ষুদ্র কুশাসন ।

[কুশাসন ও চরণ ধোতার্থে জল দান]

(পদ প্রক্ষালনান্তে উপবেশন করিয়া) ।

জয়দ্রথ । সবার কুশল এবে বল শুনি দেবি,
কুশলে আছেত তব পঞ্চ স্বামী বলী ?

দ্রৌপদী । (সলজ্জ ভাবে) বনের কুশল আজ কি জিজ্ঞাস রাখা,
হস্তিনার সবে ভাল আছেত এখন ?
কেমন আছেন সব আর্য পুত্রগণ ?

কেমন আছেন আৰ্য্য গাঙ্কারী ও কুন্তী ?
 পুর-নারী কুল-বধু সকলের শুভ ?
 কেমন আছেন বল দুঃশলা সুন্দরী ?
 রাজ্য কোষ বল, তব সবইত ভাল,
 কি মানসে আজ রাজা হেতা আগমন ?

জয়দ্রথ । বহুদিন গত দেখা নাহি ধর্ম্য সহ,
 বহুদিন না জানিহু কুশল তোমার,
 সবার কুশল कह, তোষ চিত মম,
 হস্তিনার সর্ব শুভ, সকলই মঙ্গল,
 এক মাত্র দুর্হ্যোধন, সদা যে বিষন্ন ;
 স্মরি দ্বৈতাবন পরাজয় চিত্রসেন তেজে ।

দ্রৌপদী । সবে ভাল আছি মোরা এই বনবাসে,
 হারাইয়ে রাজ্য ধন, বসি বন মাঝে,
 যে সুখ সম্ভব, তাহা পাই মহারাজ ।

জয়দ্রথ । কি ভাবে কাটাও কাল कह বর নারী ?
 রাজকন্যা হে সুন্দরী, রাজার মহিষী ;
 তোমা সবে দিয়ে বনে দ্রুতে হরি রাজ্য
 সাধিল কুকার্য্য দুষ্ক হয়, দুর্হ্যোধন !
 কিন্তু চিতে সুখোদয় শুনি সুবচন,
 বনমাঝে সুখে আছি সহ পঞ্চস্বামী—
 মহাবীর ধনুর্ধর এক এক জন ।

দ্রৌপদী । জপ, তপ, যাগ, যজ্ঞ, দান, ধর্ম্য, ব্রত,
 অতিথি সৎকার, আর ব্রাহ্মণ ভোজন,
 করেন, সন্তত সব জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির,
 যুগ্মায় রত সদা বীর ভীমার্জুন ;
 মাদ্রীপুত্র দ্রয় রত তাদের সেবার ;

কুটীরে রন্ধন আশি করি নিত্য নিত্য,
অবকাশ কেটে যায় ধর্ম আলাপনে,
এই মতে কাল যায় দিবস শরীরী ।
দিন দিন গগি বহে কাল নদী সদা,
ক্রমে পক্ষ, মাস, ঋতু, বর্ষ, পরিবর্ত ।
সুখী আমি হুপ মগি সহ পঞ্চাশ্রমী,
দুঃখলা সুখিনী কিবা একা তোমাসহ ?

জয়দ্রথ । (স্বগত) কি কাজ বিলম্বে আর, সাধি মম কার্য,
কি জানি কখন আসে স্ত্রীমটা গৌয়ার ।
(প্রকাশ্যে) সুমিষ্ট রন্ধন আজ কর বীর-জায়া,
কতকগে ফিরিবেন হেথা ধর্মরাজ ?

দ্রৌপদী । এখনি আসিবে সবে হইবে সাক্ষাৎ,
ক্ষণ মাত্র রহ রাজ। না কর উদ্বেগ ।
(রন্ধন করিতে যাইতে উদ্যত)

জয়দ্রথ । (উঠিয়া হস্ত ধারণ পূর্বক) কোথা তুমি বাছ দেবী এসো মোর সঙ্গে,
দ্রৌপদী । (বলে হস্ত ছাড়াইতে চেষ্টা)
হাত ছাড় মহারাজ একি তব কার্য ?

জয়দ্রথ । চল তবে দূর করি যাব হস্তিনায়,
বনে থাকি কেন কষ্ট পাও বরনারী ?

দ্রৌপদী । বনবাসী, মহারাজ ! আমরা এখন,
হস্তিনায় নাই মোর কিছু প্রয়োজন ।

জয়দ্রথ । (হস্ত ধরিয়া টানিতে ২) তবে চল তথা যাই যথা অভিকটি ;
পর্বত শিখরে, কিম্বা নিখর শব্দে,
হুর্গম গহ্বরে, কিম্বা পঞ্চদ দেশে ;
তব সহবাসে সুখ সর্বত্র মূলত ।

শ্রোপদী । শূন্য ঘরে পেরে একা হরিবে আমারে ?
 সুখিলাম দুই ভূমি, কশট, কুমতি ;
 বলে হরিবারে মোরে তব সাধন ?
 কাপুকব ভূমি, তাই এবে ধর হস্ত ।
 নাহি পার্থ হেথা, নাহি বীর হকোদর,
 তাই সাহস তোমার, ছি, ছি, ছাড় হার ।
 কত্রিরে হৃদয়গি, উচিত এ নয় ।
 রাজধর্ম রাখ মুক্ত করিয়ে আমারে ।
 (হস্ত ছাড়াইতে চেষ্টা)

এখনও ছাড়িলে না ? যাবনা হে আমি ।

জয়দ্রথ । চল ছাড়ি উঠ রথে ওহে বীরাজনা ।
 চল লয়ে যাই দূর দূর দেশান্তরে,
 না হবে রাধিতে যথা অশ্বিতে রহিবে ।
 নিত্য রাক্ষি কিবা তব বদন মলিন ।
 শুখায়েছে তমু আর বর্ণ দ্যুতি হীন ।
 ঘোবনে ভুঞ্জিবে কেন এতেক যজ্ঞণা ?
 বনচারি স্বামী ত্যজ্য—সুখ লালসার ।
 বনবাস ও সুলক্ষী তব পক্ষে নয় ;
 সমস্ত সাম্রাজ্য মোর হবে তব ভাগ্যে ।

শ্রোপদী । (কাঁদিতে ২) রক্ষ মোরে পার্থ আজ, রক্ষ হকোদর,
 কোথা ধর্মরাজ, কোথা যাত্রীসুতগণ ?
 হাঁ কঁক ককণা সিদ্ধ দীন বন্ধু ভূমি,
 বিপদ ভঞ্জন ওহে জয়ধুমদন—
 কংসারি পাওব সখা, দেও মেধা এবে ;
 অরক্ষিত একাকিনী আছি নাথ আমি,
 কুণীরে প্রবেশি হরে সিদ্ধরাজ সুত ।
 কুকুল বধুগণ বন্দী যাবে হস্ত ।

পরাজিত কুব্জরাজ চিত্রসেন বাণে—
রাখিলে হে মান ভূমি, করি মুক্ত সবে ।
তঁই সে কারণে পার্থ বুলি কহুতবে,
কুব্জরাজ দেশে এবে হরে তব পত্নী,
কুব্জদূত কুলদ্বার হুষ্টি জয়দ্রথ ।

জয়দ্রথ । (টানিতে টানিতে) হুথা ডাক সবাকারে হুথা বিলাপিছ,
মম হস্তে তব আজ নাহিক নিস্তার ।
ধরিয়াছি ছাড়িবনা, লয়ে যাব বলে,
আসে যদি পার্থ, ভীম এমন সময়ে ।

দ্রৌপদী । ছাড়ি দাও, ছাড়ি দাও, করিছে মিনতি ।
জয়দ্রথ । মিনতি শুনিলে ক্লেষ নহে কার্য সিদ্ধি,
বিস্মরি পাণ্ডবে এবে চল মোর সঙ্গে ।
কোথায় পাণ্ডব এবে রক্ষিতে তোমারে ?

দ্রৌপদী । কোথায় পাণ্ডবগণ রক্ষি আমারে—
(কান্দিতে কান্দিতে) ওহে ভীম ভীম-বহু হুথা গর্জ তব ;
হুথা যে বল গৌরব, হুথা ধর অস্ত্র ।
একাকিনী রাখি মোরে গেলে সবে চলি,
একাকিনী থাকি আমি শূন্য যে কুটীরে,
অরক্ষিতা পেরে মোরে হরে জয়দ্রথ ।
বিক্ শিক্কা তোমাদের বিক্ বিক্ তেজে,
শত বিক্ তোমাদের বীরত্ব গৌরবে ।
রক্ষিতে অক্ষম হলে তব পত্নী মান ।
রাজ-দণ্ড ভর যথা দুর্জয় নিবাসে,
বলে হরি জয়দ্রথ কহে কুবচন ।
কোথায় দেবতাগণ—বিপদ সময়ে
হে দেবেন্দ্র শচীপতি, তব পুত্রবধু
হরিছে পাপাত্মা, কোথা বজ্র বিভীষণ,

এখনও পড়িলনা এর পাপ মুণ্ডে ।
 উদ্ধারি আমার রাখ তব পুত্র মান,
 হে দেব পবন কেন উদ্ধারে রাখিলে,
 রথ খান নাহি চূর্ণ স্ত্রীম স্বপ্নাবাতে ?
 হে মৃগ-বাহন শীঘ্রগতি সর্ব বহু,
 ত্রায় বহিয়া লহ এ মোর বিলাপ,
 বধা তব পুত্র হারি । রত মৃগ বধে ।

জয়দ্রথ । প্রলাপ বকিয়া, কেন করিছ বিলাপ,
 কিবা লাভ বরাদ্দনে অরণ্য-রোদনে ?

দ্রৌপদী । উত্তোলি হে তব দণ্ড ধর্ম রাজ্য বধ,
 বিনাশ এখনি দেখি তব পুত্র শত্রু ।
 অসহায় একাকিনী অবলা রমণী ;
 ছলে আসি বলে হরে মহাপাপমতি ।
 হা ক্লক, বিপদ বন্ধু অনাথের নাথ !
 রক্ষ প্রভু দীনবন্ধু কাতরা কিঞ্চনে ।
 কত ভাল বাস পার্থ তুমি হে ক্লকারে,
 সব কি ভুলিলে এবে, করিলে কি ত্যাগ ?
 বিপদ সময়ে মোর ওহে স্বকোদর,
 তুমিও কি না শুনিলে বিলাপ আমার ?

জয়দ্রথ । যত পার ডাক সবে কি হইবে বল ?
 বলে লয়ে যাব তোমা ছাড়িবনা আর ।
 আদরে নিতাম কিছু দিলে অভিশাপ,
 এবে দেখ কি লাঞ্ছনা ঘটেছে তোমার ।

(কেশাকর্ষণে দ্রৌপদীকে ধরিল লইয়া প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:-*:-—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

বনমধ্যে দিবাভাগে

(মৃগয়া বেষে ধনুর্ধ্বাণ হস্তে অর্জুনের ও মৃগভার পৃষ্ঠে ভীমের প্রবেশ)

অর্জুন গগণে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর,
উত্তপ্ত প্রবাহে বহে বায়ু অবিরত ;
কতমৃগ বধিলাম, ঘাইচল লয়ে,
যা হয়েছে প্রচুর তা অদ্যকার লাগি ।
এক দিন তরে জীব্য বাকি মৃগ সব,
হায় রে যেমতি জীয়ে দুর্ধ কুককুল ।
ভীম । চল ভাই লয়ে যাই দ্রৌপদী সমীপে,
দ্রৌপদী রাক্ষসী দিবে বিবিধ ব্যঞ্জন ।
কতক্ষণে গিয়ে পাব সুপ্রস্তুত অন্ন,
তক্ষণে মিটাব আমি এ দুরন্ত ক্ষুধা ।
তাই বলি ওহে ভাই চল শীঘ্রগতি ;
—কিন্তু শুন বিলাপি কে ডাকে আমা দোহে,
কাতর করণ স্বর আছা মর্দভেদী !
অর্জুন । ঐ স্বর আমি জানি ও বিলাপ কক্ষার ;
বিপদে পড়িয়া কান্দে দ্রুপদ বনিনী,
রক্ষ রক্ষ বলি, ডাকে প্রিয়তমা দ্বারা ;
অবিলম্বে চল যাই শব্দ লক্ষ্য করি,
দ্রৌপদী বিলাপ হায়, কহিবু নিশ্চয় ।

(ব্যস্ত ভাবে দ্রুতপদে উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

—*—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—*—

(কাম্যক বনে কুটীর—মধ্যাহ্নে যুধিষ্ঠির নকুল সহদেবের প্রবেশ) ।

যুধিষ্ঠির । কই ভীম এখন যে আসে নাই দেখি !
এখনই কিরিবে যত ব্রাহ্মণ সজ্জন,
কুশাসন, জল রাখ তাহাদের লাগি ।

সহদেব । দ্রৌপদী কোথায় রাজা করিল গমন ?
অই দেখ নির্বাণিত রত্ননের চুলি ।

যুধিষ্ঠির । (ইতস্তত দৃষ্টি করিতে ও নাথ ধরিয়া ডাকিয়া)
শূন্য যে কুটীর দেখি কিসের লাগিয়া,
কোথা কুক্ষা রাজর্ষীরা পাণ্ডব ললনা?
পাণ্ডব প্রাণ-তোষিত কোথা সে সুন্দরী,
একেলা অর্পিত তুমি এই যে কুটীরে,
কিহে কেন নাই দেখি, কোথা গেলে তুমি ?
কল্যাসিয়া সহদেব দেখ চারিভিত্ত,
নিকটে আছরে কুক্ষা কোন ব্যপদেশে ।

নকুল । কুটীরে নাহিক কুক্ষা একি অঘটন !
বন মাঝে কুটীরেতে একা রাখি তার,
হয় নাই উচিত যে, যাওরা আশাদেয় ।
যাত্রাকালে হেন কথা না ভাবিহু কেহ ।

(সহদেবের পুন প্রবেশ) ।

সহদেব । নিকটে কৃষ্ণার আমি না পাইবু দেখা ;
কিন্তু রথচক্র চিহ্ন রয়েছে অমুরে ।

মুর্খিষ্ঠির । কি বলিলে ! কথা শুনি প্রাণ উড়িয়ায়,
কত যে আশঙ্কা চিতে হতেছে উদয় ;
ছলে কিবা বলে কেবা হরিল ক্রৌঞ্চদী ?
কুটীরে নাহিক কৃষ্ণা, নাহিক নিকটে,
আমারে না বলি কৃষ্ণা না যায় কোথাও ;
তবে কি লুকা'ল কৃষ্ণা, ছলিতে আমারে ?
প্রাতে ভীমার্জুন দোহে গোল যুগ্মায়,
নিত্য যথা রাখি কৃষ্ণা, আমাদের কাছে ;
আসিয়া শুধাবে যবে, পার্থ যুঝারথা,
কোথা কৃষ্ণা, বলিব কি তায় এবে আমি ?
একাকিনী রাখি তারে, হায়, কি হইল,
জ্ঞান করি কিরি কেন শূন্য ঘর ছেরি ?
ক্ষুধার্ত প্রশান্ত ভীম, প্রবেশিবে যবে
কুটীরে, কে দিবে তারে অন্ন সুপ্রচুর ?
ক্ষুধা প্রপীড়িত ভীমে, কে খাওয়াবে তুবি ?
কার সুরক্লেবে হবে অতিথি সৎকার ?
অসংখ্য অতিথি, যিহ্ন সঙ্গ মোর সঙ্গে ?
হা পাঞ্চালী, প্রণয়িনী, হা প্রিয়-ভাবিণী !
বনবাসে সুখী মৌরা ভোমার প্রযত্নে ;
বনবাসে ক্লিষ্ট তবু সদা সুপ্রসন্ন ।
কটু আমি ভোমা কৃষ্ণে, না বলি কখন,
কি দোবে আমাদের তবে স্থানিলে এমন ?
কেমনে বলিব আমি হারাইবু ভোমা ?
অসাবধান বলি, পার্থ দৃষ্টিবে যে ঘোরে ।
পূর্বে কেন নাহি আমি অরিন্দাম বাণী ?
শুনে না শিখিবু মৌরা দেখে না শিখিবু,

পশ্চাতে উদ্ভিত জ্ঞান অবোধ লক্ষণ ।
 রক্তিত রাখিয়া তোমা না মাইব কেন ?
 ছায় ! এবে কি করিব, কোথা গোসে তুমি ?

মকুল । বিলাপ করিয়া রাজ্য কেন কাট কাল ?

মুখিষ্ঠির । দেখ বনমার, এদিক্ ওদিক্ লব,
 লহ ধনুর্ঝাণ, চল তমাসি তাহারে,
 না পারি সহিতে আর, স্রোপদী বিনহ ।

[সকলের প্রস্থান ।]

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

—:~*~:—

চতুর্থ গর্তাঙ্ক ।

—:~*~:—

বন মধ্যে—মধ্যাহ্ন কাল ।

(পরাজিত অরজ্জব ছিন্নবেশে পলায়নপর)

[পক্ষান্তে ভীমের প্রবেশ ।

ভীম ।

ওরে দুর্ভ, পাণাশর, পাণাত্মা, পায়র !

আর কোথা যাবে, তুমি পড়িলে শব্দটে ?

আমাদের অসাক্ষাতে হরিলে দ্রৌপদী ।

অবিরোধে লয়ে যাবে যথা অতিক্রি ;

জাননা রে অরজ্জব, পাপ পায় শাস্তি

অবশ্যই ইহলোকে, তখনি বা পরে ?

তব দুর্ভর্যের আশ্রয় দিব প্রতিকল ।

দৌড় ! দৌড় ! প্রাণপণে—যদি অবিলম্বে ।

(অরজ্জবকে ধরিল। কেশ্যকর্ষণ পূর্বক প্রহার—অপর দিক

হইতে অর্জুন সহ দ্রৌপদীর প্রবেশ ।)

এই দেখ বাক্সলেনী ইহার লাহুলা,

বাহা মনে লক্ষ কর, রাখ অহুরোধ ।

এই মুখে তব কাটছে গোল দুর্ভমতি,

গণিলা যে তিন লাখি যান এই মুতে ।

অপবাধ করিয়াছে হরির তোষারে,
 কেলি ভূমে, 'অগ্নিসিঙ্গি মার' কিন লাধি ।
 ঘোষিবে জগতে, কথা হইবে প্রচার
 দ্রৌপদীর পদ লাধি ভুক্তিল ভূমনি ।
 শুনুক যে হৃষ্যোদন, থাকি হস্তিনায় ।
 সম্ভাপে জাহুক তার ব্যর্থ মনোরথ ।

দ্রৌপদী । (স্বগত) স্বামী অনুরোধ আদি কি করি এখন !

(জয়দ্রথকে ভূমিতে ফেলা ও দ্রৌপদীর লাধি মারা)

ভীম । এই মুখে মিষ্ঠালাপে ভুলাতে পৃথালী—
 এই মুখে সে কুটীরে দিয়া দরশন—
 এই মুখে এসেছিলে সাধিতে কু কাজ—
 এই মুখে লাজ নাই, হরিতে দ্রৌপদী—
 এই মুখে, অতএব সহ বজ্র মুষ্টি ।

(জয়দ্রথের মুখে মুষ্টি প্রহার, এবং কেশে ধরিয়। কিল লাধি

চড় মারিতে মারিতে এদিকে এদিকে করা)

বাক্য রোধ হালো নাকি, কহনা যে কথা ?

জয়দ্রথ । হ'ল তার প্রতিফল যে কর্ম করেছে,
 এবে ছাড় বাই চলি, যথা প্রয়োজন ;
 কি গঞ্জনা, কিবা লজ্জা পা'ব লোক মাঝে,
 ত্রী লাধি সহিতে হ'ল হয়ে, কত্ররাজ ।

(স্রাবার ভীম কর্তৃক প্রহার)

ভীম । এই মুখে যেতে চাও যথা অভিলাষি,
 বল, কিরে ! নাহি ভোর, আপনা বাঁচাতে ?
 তবে কি সাহসে দেখা এলি দুর্ভয়ভি ?
 চৌর্যে সাধিতে কাজ, এই কি কেরমা ?

(ভীম কর্তৃক জয়দ্রথের মুখ মূর্তিকায় বর্ষণ ও প্রহার
 (বৃষিকির, মকুল, ও সহদেবের প্রবেশ ।)

জয়দ্রথ প্রহারেতে প্রাণ যায়, ছাড়ি হুকোদর,
বড়ই কঠিন তুমি, সিজাত গোয়ার।
লম্বুপাপে প্রাণ দগ্ধ—

যুধিষ্ঠির । ছেড়েদেহ জয়দ্রথে না বধ
আর না, লাঞ্ছনা তার হয়েছে প্রচুর ।

ভীম । এবে কভু এরে দয়া না হয় উচিত ।
কেন যে ছাড়িব এরে, হুঁক পাপমতি,
বলে হয়ে সে পাঞ্চালী, করিয়া ছলনা,
দয়া কভু ধর্মরাজ ! তারে কি সম্ভবে ?

যুধিষ্ঠির । সম্বন্ধে কুটু্ব হয়—ভয়ীপতি তব ।
হুঃশলা বিধবা হবে, বধিলে উহায় ।
না বুঝি এ কর্ম আজি, করে হুঁকমতি
তুবিবারে কুপরাজে । হয়েছে এখন,
সমুচিত কল তার । যা দেখিনু চোকে,
প্রাণদান কর ওরে এ মম মিনতি ।
বধিলে উহারে হুঃখ পাবে জ্যেষ্ঠ-তাত,
ভগিনী তোমার হবে হুঃখিনী বিধবা,
অনাথ হইবে তাই, ভয়ী স্মৃত তব ;
কুকুল বধু যত নিদ্ভিবে তোমারে ।
তাই বলি ভীম তাই ! ত্যাজ জয়দ্রথে ;
প্রাণ লয়ে যাক হুঁক, যথা ইচ্ছা হয় ।
রক্ষিলে কুকারে, লাঞ্ছি শাপশাপের,
তাহাতে কি চিত্ত ভব আছে পীরতুর্ক ?
হুকোদর চল তাই বাই কুটীরেতে ।
ব্রাহ্মণ সম্বন্ধ আছে তোমা দুখ চেয়ে ।
হে অর্জুন, বাধক কেন নাহি কর তুমি ?
নিবার ভীমেরে, বধ না করে উহারে ।

পীপদী । তব অনুরোধে ভীম ত্যাগিবে এখনি,
তব অনুগত জ্ঞানী ধর্ম-অনুরক্ত,
আপনি করিলে আজ্ঞা, কিবা অনুরোধ,
জয়দ্রথে ত্যাগ ভীম করেছে তখনি ।
(ভীম কর্তৃক জয়দ্রথকে ত্যাগ)

ব্রিষ্ঠির । কি কাজ বিলম্বে, চল কুটীরেতে যাই ;—
কিন্তু শুন জয়দ্রথ, পাইলে জীবন,
ধর্ম কর্ণে সদা নিরোধিবে তব মন,
জীবন নইয়া যাও যথা কুকপতি ;
কহ তারে যে শব্দে পাইলে হে জাগ,
দয়া ধর্ম আচরণ করে যেন সদা ।
(জয়দ্রথ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

জয়দ্রথ । (স্বগত) বাঁচাইল ব্রিষ্ঠির, না প্রশংসি তা'র ,
ইহা হ'তে মৃত্যু জের ছিল ভাগ্যে মোর ।
বিষম লাঞ্ছনা আর, লোকের গঞ্জন,
অসহ্য সকলই মন, বাঁচিয়া কি কল ?
মরিলে ভীমের হাতে তাহা ছিল ভাল,
কেমনে যাইব এবে কুকর সমাজে ?
হাসিবে কর্ণ, হাসিবে হুফু হুঃশাসন,
শকুনি হাসিবে আড়ে, তুলিবে সকলে ।
প্রশংসিবে পাণ্ডবেরে ভীষ্ম দ্রোণ কপ,
আর পাবে মনে ব্যথা রাজা হর্ষগোধন ।
কুককুল বধু বত শুকিবে বিক্রমি—
ক্রৌপদীর পদ লাগি কেবল মধুর ?
দয়ালু বে ব্রিষ্ঠির কেমনে তা বলি ?
এসব গঞ্জন হইবে জামিন চকুর,
তাই বাঁচাইল মোরে, অজীব নির্ভুর !

ধর্ম উপদেশ করে বিক্রপি আমায়,
কিন্তু আমি দেশান্তরে করিব গমন ।
সস্তাপে জানিবে ব্যর্থ তাহার জ্ঞাননা ।
(প্রস্থান ।)

—

১৯৭৭

তৃতীয় অঙ্ক ।

—:~:—

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

—:~:—

কাম্যক বনে—প্রাতঃকালে ।

(যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, মহাদেব ও দ্রৌপদী উপস্থিত ।)

। তাই আজ, কেন হেরি হুঃখিত সবারে ?
গত বিভাবরী সবার গিরাছে, অথৈ,
অনিদ্রায়, হেন জ্ঞান হয় দেখে মম ?

ভীম । কেমনে জিজ্ঞাস রাজা। ফুলিয়া সকল ?
এক মাত্র গত এই হইল শর্ব্বরী,
জয়দ্রথ কার্য্য সদা জাগিছে হৃদয়ে;
একবার না যুদিষু রাজিতে নয়ন ।

যুধিষ্ঠির । হুঃখিত হে স্বকোদর, বচনে তোমার,
জয়দ্রথ অপমান সাধিল যে সভা ;
নিষ্পাপে কলঙ্ক তার রটিবে মৎসারে,
দ্রৌপদী অপহৃত থাকিতে পঞ্চাশ্রমী !
দৈবের ঘটনা ভীষ্ম, নৈব রক্ত বঙ্গী,
শোক ত্যাজি ককি হও বিশ্বরি সকল ।

অর্জুন । আপনি সন্তুষ্ট দেখি ময়েছ রাজন ।
অবিশ্বরনীর হাস, জয়দ্রথ কার্য্য ।

কুক্কৃত অপমান না পারি সহিতে ;
 ছুট কুক্কুল এবে হইলেক জেষ্ঠ ।
 আমা সবে অবহেলে, কুঁকর, মজ্জণী,
 কেমনে সহিব রাজা কহনা আমারে ?
 অস্ত্র শিক্ষা করি আমি, কিরি দেশে দেশে,
 দেবের ভ্রম'ত অস্ত্র এই ভুণ-গত ।
 এখনি আদেশ যদি কর ধর্মরাজ,
 কুক্কুল সহ পৃথ্বী করি রসাতল ।
 ধর্ম-ভয়, নৃপমণি ! কর বত তুমি,
 কুক্কণ আমাসবে অবহেলে তত ।

ভীম । ধর্মচিন্তা তুমি সদা ওহে ধর্মরাজ ;—
 বলদেখি কোন ধর্মে এমত লিখন,
 অনুগত ইচ্ছা তুচ্ছ, নয় কি অধর্ম ?
 ভ্রাতা তব ধনঞ্জয় দেব দৈত্য জ্ঞান—
 আই দেখ মাত্রীসুত সর্বদা মলিন ;
 কোমলাঙ্গী কৃষ্ণা, রাজা করে দাসী বৃত্তি,
 সহস্র সহস্র দাসী যার সেবা-রত ।
 সে সুখ সম্পদে আজ দিন্না বিসর্জন ।
 ধর্মরাজ ! বনবাগে হয় কোন্ ধর্ম ?
 কোন্ বলে হীন তুমি কারে কর ভয় ?
 এখনি নাশিব কুক পাই যদি আজ্ঞা ।

যুধিষ্ঠির । সত্য বাক্য লাগি আমি হইয়াছি এমল,
 সত্য লজ্জাবাহুরে যোঁর আত্মিক শক্তি ।
 সত্যধর্ম রক্ষা হেঁতু সকল নিঃশেষ ;
 গুণসম চিত্তে জাই সহ কিছু কাল ।
 অনুগত হিত হেঁতু অরাধ্য কর্তব্য ;
 কিন্তু শুন সার ধর্ম, সদা সত্য কথা ।

সত্য-দ্রষ্ট হলে মর—তুচ্ছ, অবিশ্বাসী ।
তাই বলি কিছু কাল কমছ আমারে ।

শ্রোপদী । অক্রোধ তোমার মত নাহিক সংসারে,
ক্ষত্র হযে ক্রোধ বল নাহি করে কেবা ?
রাজ্য ধন হয় রাজা ধর্মের সোপান,
ধন হতে দান, ধর্ম, পর-উপকার,
ধনবান হলে রাজা, সকলই সম্ভব ।
হেন রাজ্য ধন তব, হরে লয় কুণ্ড ।
নিধন এখন, ধর্ম সাধিবে কেমনে ?

যুধিষ্ঠির । সত্য যা বলিলে তুমি শ্রোপদী স্মরী ।
ধর্মের সহায় ধন জগত সংসারে,
ধন দিয়া ধর্ম করি, ফল লাভ আশে,
এ হেন ধর্মেতে মতি নহে যে আমার ।
ধর্ম আচরণ হয় কামনা রহিত,
ভোগ অভিলাষ ত্যাজি, হয়ে অনাসক্ত ।
দেবে সমর্পিয়া ফল ধর্ম আচরণ—
যথা তথা থাকি কৃষ্ণা সর্বত্র সম্ভব,
যথা সাধ্য ধর্ম চেষ্টা নরের কর্তব্য ।

ব্যাসের প্রবেশ ।

(সকলে সসজ্জমে উত্থান করিয়া)

পাদ্য অর্ঘ আন হেথা সহদেব ভাই,
সসন্ধ্যানে বন্দিমবে প্রভুর চরণ ।
শুভক্ষণে সুপ্রভাত হইল বামিনী,
তাই আজ ষাটিল যে চরণ সাক্ষাৎ ।

(ব্যাস পদ প্রক্ষালান্তর পুজিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলে
সকলে বসিলে)—

ব্যাস । বহুদিন না দেখিছু তোমা সবাকারে,
তাই ভাবিলাম আজ করির সাক্ষাৎ ।
শুনিলাম আর, পার্থ এবে প্রত্যাগত ।
কি রূপে কাটালে কাল অর্গেতে অর্জুন ?
কহ শুনি সবিস্তারে, শিখিলে কি বিদ্যা,
কিন্তু কেন বিষম হৈ আজ সর্ব জন ?
নূতন কি শোক হায় ! স্পর্শিল পাণ্ডবে ?

যুধিষ্ঠির । দুখের কাহিনী প্রভু কর অবধান ।
পঞ্চ তাই রহি মোরা সদা বিভ্রান্ত ।
পাণ্ডবের চির-রিপু কুককুলপতি,
জয়দ্রথে পাঠাইল কাম্যক কানমে,
সেই দুর্ঘট পাপমতি হরিল দ্রৌপদী,
বন মাঝে, ভীম তার পাইয়ে সাক্ষাৎ,
চড়, লাথি, কিল আদি করিল লাঞ্ছনা ;
কিন্তু মম বাক্যে তারে না মারিল প্রাণে ।
দ্রৌপদী হরণ কথা রটিবে সংসারে,
তাই ভাবি পঞ্চ তাই হয়েছি বিষম ।

ব্যাস । দৈব হুর্বিপাকে রাজা, ঘটে হৈ সকল ;
জানকী হরণ কিহে নাহি তব মনে ?
ধর্ম অনুচারী লোক কত পায় কষ্ট,
ইতিহাস গাঁধা কথা, ভুলিলে কি সব ?
ধর্ম রক্ষি, কষ্ট তুমি পাও যে কিঞ্চিৎ,
ধর্ম উপদেশ আমি চিত্ত কর স্থির,
ধর্ম অনুচারী তুমি, তুমি ধর্মরত ।
জয়দ্রথ না মরিল তব অমুরোধ,
বিপন্ন দেখিলা তব দরবার সঞ্চার ।
দ্রৌপদী হরণ কথা শুনে বেঁই মর,
সশরীরে স্বর্গবাস এই মোর বাণী ।

ভীম । ধার্মিক প্রধান তুমি, মহামুনি ব্যাস,
সদা ধর্ম কথা কহ ধার্মিক সমাজ ।
কতকুল জাত ঘোরা পাত্রে আছে বল
কত ধর্ম অনুসারে দণ্ডিতে দণ্ডার্থে ।
কোন ধর্ম নিষেধিছে বলত আমারে ?
ভীমার্জুনে অবহেলি ক্ষুদ্র জয়দ্রথ,
ছলে, বলে, হরে আসি, পাণ্ডবের জায়া;
না মরিল শুধু সেই ধর্ম অনুরোধে ।

ব্যাস । সত্য বা বলিলে ভীম, আমার গোচর ।
কিন্তু তাব সেই ভাব, কেমন মহাম !
মোহন চরিত্র কিবা সেই মনোরম !
নিজ কতি বিশ্বাসি যে শত্রু হুঃখে হুঃখী ;
তার সুখ কামনাতে নাশি নিজ সুখ,
রোষ ত্যাজি ছাড়ি দেয় পামর রিপুরে ।
তাই বলি ভীম তুমি করেছ যে কর্ম,
সংসারে ঘুবিবে খ্যাতি অসীম অপার ।
ধর্ম অনুষ্ঠানী দেখ সংসারে কতেক ।
অতএব স্থিরচিত্ত হও তাই সব,
ধর্ম আচরণে লভ চিত্তের প্রসাদ ।

ক্রোধদী । কেমনে প্রসন্ন আমি, হই তপোধন !
হস্তেতে ধরিল মোর অপার পুরুষ,
কি লজ্জা সংসারে হার, কলঙ্ক রটন !

ব্যাস । অপার পুরুষ স্পর্শে না হবে হুঃখিত,
তুমি বীর-জায়া, ক্রকে, জগদ নন্দিনী !
ইচ্ছার বিককে তোমা হয়ে জয়দ্রথ,
ইথে নাহি পাশ স্পর্শে কহিলু তোমার ।
অধিক সে হয় ভব সম্বন্ধে কুটুংহ ;

তাই বলি খেদ তুলি হও করুণিত
সতীথ্যাত হবে তুমি এই ত্রিভুবনে ।

যুধিষ্ঠির । স্মৃতিস্তা প্রফুল চিত্ত তোমার প্রসাদে ।
বিবাদ ঝটিকোখিত শোকোন্মি বিগত,
প্রশান্ত মানস, এবে চিত্ত সুপ্রসন্ন ।

ব্যাস । এবে মাগি হে বিদ্যার, চলি নিজ স্থানে,
ধর্ম আচরণ কর তোমরা সকলে ।
কৃষ্ণে সমর্পিবা কর্ম, দেবে রাখ ভক্তি,
ধর্ম স্মরি কাল যাপ, হবে ধর্ম্যে জয়,
আনারাসে হবে পার কৃত যে নিয়ম ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

—:~:—

দ্বিতীয়-গর্ভাঙ্ক ।

—:~:—

হিমালয় পর্বত—সন্ধ্যাকাল ।

(তপস্বী বেশে জয়দ্রথ উপস্থিত ।)

জয়দ্রথ । (স্বগত) হে শিব শঙ্কর দেহ পদাশ্রয়,
কর কৰুণা এ দীন জনে,

বিতরিয়া রূপা, বিস্তারিয়া পদছায়া,
রক্ষ প্রভু, রূপাসিদ্ধ এ ঘোর সন্তাপে ।
তুমি দেব মহাদেব, তুমি মৃত্যুঞ্জয়,
কৰুণা নিধান তুমি, হর, সর্ব স্বামী,
যক্ষ, রক্ষ, গন্ধৰ্ব, কিন্নর, অুরাসুর,
সবে পূজে নিত্য তোমা, তুমি দেববিভু,
হে অনাদি, মহাদেব, সংহার কারণ,
সংহার সন্তাপ মোর, বিতরিয়া রূপা,
আমি অতি অভাজন, মৃত্যুমতি অকিঞ্চন,
পড়িয়া শঙ্কটে লয়েছি শরণ !

তাই প্রভু দয়া করি, তবে যে পাইতে পারি,
বিপদে নিস্তার অকুল সাগরে ।

শত্রু হস্তে ঘোর দায়ে পেরেছি লাঞ্ছনা,
সহিতে না পারি প্রভু লোকের গঞ্জন,

সাধিতে মনের সাধ ব্যাঙ্গী দীর্ঘ কাল,
ঘোর তপ মহাক্লেশে সাধি দিবা নিশি,
প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে গ্রীষ্মে পঞ্চতপা,
অগ্নি মধ্যে উর্দ্ধপাদে জপি হেট মুণ্ডে,
বর্ষা কালে হৃষ্টিজলে তিতি অহ্নিনিশি,
শীতল সলিলে পশি শীতে ডাকি তোমা,
একচিত্তে অবিরাম করি তব ধ্যান ।

সুবে তুর্চ্ছ এ জগতে হয় সর্ব জন,
তাই প্রভু স্তুতি বাদে গাই তব গান ।
—হে শিব শঙ্কর দেহ পদাঙ্গয়,
—কর করুণা এদীন জনে ।

তুমি শক্তি মহাশক্তি, তুমি মহাদেব,
মহতী তোমার কীর্তি, তুমি মহেশ্বর,
মহাত্মা আশুতোষ অপার মহিমা,
দয়াকরি উদ্ধার ছে এ ঘোর দুস্তরে ।

ব্রাহ্মণ বেশে শিবের প্রবেশ ।

শিব । কি নিমিত্ত কর ওহে এ ঘোর তপস্যা,
কিবা যে বাসনা তব কহ সবিস্তারে ।
কোন্ দেব পূজ তুমি কিবা কামনায়,
গ্রীষ্ম বর্ষা অবহেলি সহ এ যাতনা ?

জয়দ্রথ । কে তুমি কিসের লাগি এলে এইস্থানে,
বাধা দিয়ে মোরে এবে কিবা লাভ তব ?
হুবল মনের তাপে সাধি ঘোর তপ,
হইলে প্রসন্ন শিব, ফিরি তবে দেশে,
নতুবা সমাধি করি ত্যাজিব জীবন ।

শিব । তোমাতে প্রসন্ন আছি, ছাছ কিবা বর ।

জয়দ্রথ । কে তুমি কি বর দিতে হও হে সঙ্কর ?
 ব্রাহ্মণ হইয়া কেন কর বিড়ম্বনা ?
 রহস্য ত্যাগিয়া বাণ্ড বধী নিজ ছাদ,
 সাধি আমি নিজ কার্য অলস মাননে ।

শিব । ইচ্ছদেব আমি তব পুত্র তুমি যারে,
 ব্রাহ্মণ বেশেতে আমি হইছি উদর,
 সদয় তোমার প্রতি এবে মহাদেব ।

জয়দ্রথ । কেমনে জানিব আমি তুমি মহেশ্বর ;
 নয়ন মুদিয়া ধ্যানে দেখি যে মুরতি,
 যার নাম মন্ত্রে আমি করি সদা জপ,
 যাহার প্রসাদ লাগি আচারি তপস্যা ।
 প্রসন্ন আমারে যদি ইচ্ছ দেব তুমি,
 ভুবন মোহন রূপে দাও দেখা তবে ।
 শিরে শোভুক জোটা জুট সহ কাল ফণী,
 তাতে বিরাজুক গঙ্গা কল কল কলে,
 গলেতে কদ্রাক সহ অস্থি মালা আর ;
 পরিধান ব্যাজচর্ম ফণীগণ বান্ধা,
 কণ্ঠে কালকূট আভা ওহে নীলকণ্ঠ,
 গাল বাদ্যে কক্ক বাদ্যে পূর হিমালয় ।

(ব্রাহ্মণ বেশে ভিন্নোভাব নিজ বেশে শিবের আবির্ভাব)

শিব । এই দেখ সেই আমি রয়েছি হেথায়,
 কোন বরপ্রার্থী তুমি মাগ বাঞ্ছা মত ।

জয়দ্রথ । আমারে প্রসন্ন যদি তুমি দয়াময়,
 পুরাও বাসনা যম বাঞ্ছা কল্পতরু,
 মনোমত বর দিবে দ্বুঢ়াও সন্তান ।
 পাণ্ডব হইতে আমি পেরেছি ধন্যগা ।
 ছেন বর দাও প্রভু, পারিব যাহাতে

বধিতে পাণ্ডবে, ছয়ে তব বলে বলী ।

শিব । মাগ অন্য বর রাজা, নহি যে সক্ষম,
পাণ্ডবে বধিবে তুমি, দিতে ছেন বর ।

জয়দ্রথ । যাও চলি মহাদেব তবে নিজস্থান ;
পাণ্ডবে বধিব আমি যুদ্ধে পরাজিয়া ।
তাই সে কারণে আমি করি মহাতপ ;
সদয়ে উদয় যদি, দেহ দেব বর,
নাহি কায অন্য বরে জানিহ নিশ্চয় ।

শিব । রাজ্য, অর্থ, ধর্ম কিম্বা অন্য যে কামনা,
লহ চাহি মোক্ষ পদ, যাছা লয় চিতে ;
পাণ্ডব অনিষ্ট বাঞ্ছা ত্যাজ হৃপবর ।

জয়দ্রথ । নাহি চাহি তব স্থানে রাজ্য কি সম্পদ,
সংসারে নাহিক মোর অপর বাসনা ।
চতুর্বার্গ ভিক্ষা আমি না করি কখন ।
জিনিব পাণ্ডবে, নয় ত্যাজিব জীবন ।
যে হুঃখ দিয়াছে মোরে তার। ছুরাচার,
দিব তার শোধ, ছয়ে তব বলে বলী ।

শিব । পাণ্ডব ক্লেশের সখা, দেব-প্রিয় তারা,
পাণ্ডবে জিনিতে কেহ নহে যে সক্ষম ;
রক্ষণ তাদের, বিষ্ণু দুর্জয় সময়ে,
ত্রি সংসারে নাহি কেহ তাহাদের ভুল্য ;
ত্রিলোক একত্র যদি হয় হে রাজন,
ক্লম সহ সে পাণ্ডবে কে জিনিবে বল ?
অন্য কোন বর চাহা যাছ। ইচ্ছা তব,
অসাধ্য সাধিতে বর দিবে কোন দেবে ?

জন্নদ্রথ । হুথা তবে আমি শিব পূজিছু হে তোমা,
 হুথা করি আমি শিব ইচ্ছা মত্রে জপ—
 হুথা এ তপস্যা মম, হুথাই সকল ।
 প্রসন্ন যদিপি তুমি, পুরাও বাসনা ।
 নতুবা জগতে তব রটিবে কলঙ্ক,
 হরে পূজি জন্নদ্রথ না পাইল বর ।
 দেখাদিয়ে বর দিতে মারিলেন শিব,
 ভক্ত বাঞ্ছা না পুরাল দেব আশুতোষ ।
 শিব পূজা হলো হুথা, এই যে কলঙ্ক ;
 তুমি কি সহিবে ঠাকুর ত্রিলোক নিন্দা ?

শিব । কোন দোষ নাহি করে পাণ্ডুর নন্দন,
 পাপ ভরে ভীত সদা—সদা সশঙ্কিত,
 ধর্ম রক্ষা হেতু পার তার কত কষ্ট ।
 দেব বিজে ভক্তিমান, দাম ব্রতে রত,
 এ হেন পাণ্ডব নাশ ইচ্ছ পাশাপন্ন !
 নরক তোমার ভাগ্যে জানিছু নিশ্চয় ।

জন্নদ্রথ । যত পার বল তুমি ওহে সদাশিব,
 প্রদানহ বর, নয় যাও নিজস্থান ;
 জপিব তোমার নাম জীব যত দিন ।

শিব । দেবানুগ্রহিত সবে পাণ্ডুর নন্দন,
 বিশেষ যে পার্থ হয় দিব্য অস্ত্রধারী,
 হুথা কেন কর তুমি বাক্য আড়ম্বর ;
 ধন, জন, সুসম্পদ, হয় বাছা ইচ্ছা,
 মাগিয়া লভহ সব ভোগ্য বস্তু যত ।

জন্নদ্রথ । ভোগ সুখ নাহি বাঞ্ছি, ওহে মহেশ্বর !
 প্রবল হিংসার যোগে জ্বলিছে হৃদয় ।
 পাণ্ডবেরে বিনাশিব এই বাঞ্ছা মোর ।

শিব । একান্ত বদ্যাপি পল কয়, তবে শুন,
 এক দিন পার্থ কিনা জিনিবে পাওবে—
 অপর পাওব চারি হইবে বিজিত ;
 এক দিন মাত্র ইহা জানিহ নিশ্চয় ।
 এই বর লহ যদি হয় ইচ্ছা তব ।

জয়দ্রথ । (স্বগত) এক দিন তরে তবে ভীম পরাজয় !
 (প্রকাশ্যে) সপার্থ জিনিতে যদি নহিব সক্ষম,
 তবে দেন বর প্রভু কহিলেন বাহা ।

শিব । তাই হবে ওরে যুধ আদেশ আমার ।
 [প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

—:~:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

—:~:—

বিরাট-সভা তলে—প্রাতঃকাল ।

(কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকী ও অভিমন্যু
প্রভৃতি আসীন—ছত্র ও দণ্ডধারী আদি ও সৈন্যগণ উপস্থিত)

কৃষ্ণ । বিবাহের সমারোহ হইল অতীত ;
উত্তরা—বিরাট-বালা, পাণ্ডুপুত্র-বধূ ।
আনন্দ উৎসব গন্ত, গত বিভাবরী
প্রভাতে সবার জ্ঞান হয়েছে প্রসন্ন,
চিন্তিয়া প্রত্যেকে সবে কর আলোচনা,
প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডবের কি হয় কর্তব্য ?
এই ধর্মরাজ দেখ ধর্ম-অবতার,
ধর্ম অনুষ্ঠানী রাজা, সদা সত্য-রত ;
ধর্ম অনুসারে প্রজা পালি বহুকাল,—
যাগ যজ্ঞ দান ব্রত আচরিল সদা,—
খল কুরু দল তবে কপট আচারে,
দ্যুতে হরি রাজ্য, ধন পাঠাইল বন ।
এক এক করি রাজ্য বিস্তৃত ভারত,

ভারতের মানচিত্রে সিংহ-বত দেশ ;
কৌরবের হস্তগত—কুরু-অধীম ;
নিয়মিত বনবাস-প্রজাত-বংশধর,
ভুঞ্জিল বিপুল-কর-অক্ষয়-সদরে,
ধার্মিক ইহার তুল্য নাহিক সংসারে ।
এতেক যত্নগা তবু না হিংসে কৌরবে,
বরঞ্চ কৌরব হিত করয়ে কামনা ।

ভীম । যে সব যত্নগা কুরু পেয়েছি আমরা,
প্রতিশোধ তার এবে অবশ্য কর্তব্য ।
পরাজি কৌরবে রাজ্য উদ্ধারিব বলে,
প্রচণ্ড আহবে বলি দিব কুরুগণে,
কৌরবের মুণ্ড-মালা সাজায়ে আনন্দে
উপহার বলিদান দিব দেবগণে ।

যুধিষ্ঠির । সম্বর সম্বর ক্রোধ ভ্রাতৃগণ সব ।
যুদ্ধেতে আমার কতু নাহবে মনন ।
হিংসা, ঘেষ প্রবর্তক যুদ্ধ ভয়ঙ্কর,
নির্দয় নির্ভয় কার্য্য জীব প্রহরণ ।
যুদ্ধানলে দগ্ধ রাজ্য প্রজার পীড়ন ।
সেনা ক্ষয়, লোক ক্ষয়, অর্থক্ষয় আর,
জাতি বধু নাশ, যুদ্ধ কুলক্ষয়-কর ।
এহেন যুদ্ধেতে আমি নহি আগ্রহ ।

কুরু । ক্ষান্ত হও তীয় শুন আমার বচন ।
যুধিষ্ঠির চিত্ত আমি জানিয়াছি ভাল ;
নাহি বাঞ্ছে দেব-রাজ্য অধর্যে অর্জিত ।
ধর্ম্মেতে থাকিরা যদি পায় প্রাণ্য-রাজ্য,
বরঞ্চ তাহাতে তুষ্ট ধর্ম্মরাজ মতি ।
কৌরব ভুঞ্জয়ে এবে সকল সাত্রাজ্য ।

পাণ্ডব অর্জিত রাজ্য বাহিল পূর্বেতে
কিরাইয়া নাহি কেন দেয় কুকণণ ?
স্বরাজ্য প্রাপ্তির হেতু দূত একজন
অবশ্য যাইবে এবে, কুকর সমাজ ।

ভীম । কৌরব হরিল রাজ্য কপট আচারে,
কৌরবে মাগিবে ভিক্ষা পাণ্ডব কেমনে ?

যুধিষ্ঠির । বনবাস বহুকষ্ট অস্পকাল গত,
সম্মুখে বিপদ বহু রয়েছে এখন ।
সর্ব সুলক্ষণ দূত কর মনোনীত ;
বিনয়, বিনীত, বিজ্ঞ বাক্যেতে কুশল,
উপদেশ কর তারে, বলিতে বচন,
শান্ত, ধীর, নয়, ভাবে ছাড়ি দিতে রাজ্য ।

মাত্যকী । যাইবে যার্ডক হৃত কুকর সমাজ,
বিনয় বচন কেন বলহে কহিতে ?
খল কুকণণ, তারা অধাৰ্মিক অতি,
সম্পদ-মদগর্বিত, অত্যন্ত দাস্তিক ।
নয়তান দুর্বলতা করি অনুমান,
অবহেলা করি তারা করিবে উপেক্ষা ।
কোন্ বলে হীন তুমি, কারে কর ভয় ?
সহজে কৌরব যদি নাহি দেয় রাজ্য,
বিশাশি সকলে তবে যত কুকণণ,
উদ্ধারিব ধর্মরাজ্য, শৌর্য বীর্যবলে ।

যুধিষ্ঠির । কিন্তু বলাবল এবে করছে বিচার
ভীম, দ্রোণ, কর্ণ, ধীর্ষো ভুবন বিখ্যাত,
শত তাই দুর্ব্যোধন সময় প্রচণ্ড ;
তেজস্বী সকলে তারা রণ বিশারদ,—

ধন জন্ম বলে কুক প্রবল এখন ;
 ভীষ্ম সমকক্ষ কেবা পাণ্ডবের দলে ?
 অভিমত । কিসের আশঙ্কা তুমি কর জেষ্ঠ-তাত ?
 ফেঁকপাল সম আমি দেখি কুকগণে,
 সিংহের শাবক সম প্রবেশিরা রণে,
 কুককুলে বিনাশিব অতি অবহেলে ।
 পুপক শস্যের হস্ত কাটে যথা চাটী
 তেমতি কাটিব ধরি খড়্গা ধরশাণ ।
 দেখাইব বীর্য্য মম সমর-প্রাঙ্গনে ।
 সশস্ত্র কুকের দল পলাইবে কোথা ?
 পিতা যোর ধনঞ্জয় সদা রিপুত্রাস,
 অদ্বিতীয় ধনুর্ধর দেব দৈত্য নরে ।
 তাঁহার সন্তান আমি আৰ্য্য বংশধর,
 পরাক্রমে আৰ্য্য রাজ্য করিব উদ্ধার ।
 তব রাজ্যে অন্যে রাজা নাহি যায় সহ্য,
 পরাধীন হয়ে থাকি করিব গোলামি ?
 প্রভু বলি অগ্ৰজনে করিব পূজন ?
 চিরকাল কাটাইব দাসত্ব শৃঙ্খলে ?
 পৃথিবীতে যত দেশ যতেক রাজত্ব,
 বর্ষর অসত্য জাতি, মেলেচ্ছ যবন,
 সবাই সাধীন তারা, সবাই স্বাধীন ।
 কে চায় বাঁচিতে হয়ে স্বাধীনতা হীন ?
 কুকগণে দিগে রাজ্য, হয়ে পরাধীন,
 ভুঞ্জিবে অশেষ ক্লেশ পাণ্ডবের নাথ ?
 নাহি বল তব ভুজ্জে, যনেতে সাহস ?
 পুত্ৰ সৎকণ্ঠ যদি কর নরধর—
 স্বরাজ্য উদ্ধার করা বল কোন হার ?
 স্বরাজ্য উদ্ধার হেঁচু যদি প্রাণ যায়,

তাঁহে কিবা কৃতি, যত্নে জন্মিলে মরণ ?
 দলে দলে আর্ষ্য সৈন্য যত্নে যদি-রণে,
 অগণিত আর্ষ্যবংশ সহে ক্ষয় তাতে ।
 সম্মুখ সমরে পড়ি যদি যায় প্রাণ,
 বাঞ্ছিতব্য মৃত্যু সেই, আর্ষ্যগুরু শিক্ষা,
 মহাবলবান দেখে তব ভ্রাতৃগণ,
 কিবা আশ্চর্য্য লেন দেখে করিছেন ভীম ;
 বীর্য্যবন্ত ভীমসেন করিলে সমর,
 ছুফ কুকুরত সবে হইবে নিপাত ।

ভীম । ধন্য বংশ অভিমন্যু, সাধু বংশ ধর,
 তোমা হতে জানি হবে কলঙ্ক মোচন ।

যুধিষ্ঠির । স্বরাজ্য উদ্ধার তবে অবশ্য কর্তব্য ;
 কিন্তু তবু দূত এক পাঠাও সহর ।

অর্জুন । কুকসভা মাঝে দূত যাইবে অবশ্য,
 তোমার প্রস্তাব ক্রম ধর্ম্মের আদেশ ।
 কিন্তু এক কথা বলি শুন বাহুদেব,
 পাপ কুকর্গণ রাজ্য দিবেনা সহজে ;
 দস্ত বিমোহিত তারা মদান্ধ গর্বিত ।

কেহ কি মহ সক্ষম ভেদিতে এ ব্যাছ—
বীর যত উপস্থিত আছ মম পক্ষে ?

সীত্যাকি । চক্রব্যূহ মোরা কতু না দেখি নয়নে,
চক্রব্যূহ রচা কথা না শুনি অবগে,
আগম নির্গম তার না জানি কখন ;
কিন্তু পারি যুঝিবারে, করি প্রাণ পণ ।

যুধিষ্ঠির । পার্থ মম বলাবল পার্থের ভরসা
পার্ব বিনা এ দুস্তরে কে তারিবে বল ?
কেমনে রক্ষিবে ভীম আজ সৈন্তগণে ?
সৈন্ত রক্ষা হেতু এক ভাবি আমি চিন্তে,
আপন বিসর্জি আজ রাখিব সকলে ;
আমারে পাইলে শ্রোণ হইবে নিরত ;
আশু সৈন্ত রক্ষা করি, পরে যাহা ঘটে ।

নেপথ্যে । কোথা ভীম, কোথা পার্থ, কোথায় পাণ্ডব ?
কাতরে ডাকিয়ে সেনা করে পলায়ন ।
পাণ্ডবের পরাজয় লিখিলেন ধাতা ;
যুধিষ্ঠির লাগি সৈন্ত হইবে বিনাশ ।

যুধিষ্ঠিব । শিবিরে বসিয়া আমি থাকিব কেমনে ?
রাজ্য লোভে হারি ! আমি প্রবেশি সমরে,
লোভের উচিত শাস্তি হইবে আমার ;
নিজ প্রাণ দিয়া তাই রাখিব সৈন্তেরে ।
নাহিক এমন বীর হারি মনপক্ষে,—
ব্যুহভেদি রণ করি রাষ্ট্রে সেনাচর !
একা পার্থ বিনা হারি অমল দুর্গতি,
সে কেন সময় বাঞ্ছে কুরুক্ষেত্রে ?
কুরুদলে মহাবীর এক এক জন ।

নাহি অন্ত বীর মম পার্শ্বমাত্র দার ।
 আমারে ছাড়িহ তীর ভুবি কুক মাঝে ।
 অভিমন্যু । পার্শ্বপুত্র অভিমন্যু থাকিতে সম্মুখে,
 কেন যে বিবাদ তাত করিছ এতেক,
 বীর নাহি বলি কেন এতেক আক্ষেপ ?
 যুদ্ধভেদি প্রবেশিব নিজ ভুজ বলে ।
 দেখিব কেমন বীর আছে কুকদলে ।
 একে একে পরাজিব যত কুকগণ ।
 সম্মুখ সমরে আজ দ্রোণে নিন্তেজিব,
 দেখিব কেমনে অস্ত্র ধরে দ্রোণাচার্য্য ।
 পার্শ্ব সুশিক্ষিত অস্ত্র ধরি ধনুঃশর,
 পার্শ্বের বীৰ্য্যোতে মম শরীর গঠিত ;
 যুদ্ধভেদে নিবারিব কুক অহঙ্কার,
 যুদ্ধভেদে হাছাকার হবে কুকদলে ।
 পাণ্ডবের জয় আজ সাধিব একাকী,
 ধৈর্য্য ধর মহারাজ দেহ অনুমতি,
 দ্রোণাচার্য্য গর্ব খর্ব করিব অবশ্য,
 পার্শ্বের অস্ত্রের—আমি যাই যুদ্ধমাঝে ।
 যুগহেন দেখি আমি এই কুকদল,
 কত বল ধরি ভুজে দেখিবে জগত,
 কত শিক্কা জানি তাহা হইবে বিদিত,
 বিলম্ব না কর তাত দেহ অনুমতি ;
 —প্রবেশিতে পারি কিন্তু না জানি নির্গম ।
 সুধিষ্ঠির । সাধু পুত্র অভিমন্যু সাধু শত বার,
 তোমার সাহসে আজ আশঙ্ক পাণ্ডব,
 বীর কার্য্য করি পুত্র ত্রৈলোক্য পিতৃগণে,
 পুত্র হতে বাড়ে ভীতি, শিতার সম্মান,
 নির্গম জাননা কিন্তু শক্কা ভাবি মনে ।

ভীম । প্রবেশি দেখাতে পথ সঙ্গে বাব আমি,
 গদা হস্তে ভীম তব হবে অনুচর,
 সকলে মিলিয়া বাব ভোমার পশ্চাতে,—
 মার মার করি সবে পশিব সমরে ;
 অর্জুনের উপযুক্ত পুত্র বটে তুমি ;
 সাধি কার্য প্রিয়পুত্র হও পিতৃতুল্য ।
 বলে মহাবলী তুমি রণেতে নিপুণ,
 মহা ধনুর্ধর হও তরুণ বয়সে,
 গদার প্রহারে ভাদ্রি সৈন্যের শৃঙ্খল,
 নির্গমের পথ আমি করিব পরিষ্কার ।

(মেপথো গেল রে মল্লাম রে কোথা
 ভীম ইত্যাদি)

বুধিষ্ঠির । সৈন্ত হাহাকার ভীম সহেনা যে আর,
 মো' সবারে নিন্দাকরে শুন বার বার ।
 দিলাম সখ্যতি ভীম লহ অভিমত,—
 সঙ্গে সঙ্গে থাকি তার রক্ষিবে সমরে ।

ভীম । কোন চিন্তা নাহি রাজা, এস অভিমত—
 (সকলের প্রস্থান)



পঞ্চম অঙ্ক ।

—:~*~:—

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

—:~*~:—

শাণ্ডব-শিবির অন্তঃপুরে—মধ্যাহ্ন কালে

(উত্তরা ও সখী)

উত্তরা । বাছি বাছি ফুল গুলি তুলিয়াছ ভাল,
এ ফুলের শোভা সখি বাড়িবে কোথায় ?

প্রণয়ের বর মাল্য হইবে ইহাতে,
প্রণয়ীর গলে মালা শোভা অতুলিত ।

উত্তরা । তবে এস গাঁথি মালা অতি মনোহর,
সমর হইতে যবে ফিরিবেন নাথ,
পুষ্প মাল্য গলে দিয়া সেবিব চরণ,
সুজ্ঞান দূর করি রণ পরিভ্রম ।
অরিতে সমর কথা কিন্তু কেন ছায় !
চিত্ত মম সচঞ্চল হ'ল অকস্মাৎ,
শরায় শুকায় রক্ত চিত্ত হস্ত একি !
বল সখি কিবা যবে আমল আজ ?

সখী । নিত্য নিত্য করি রণ আসেন অর্জুনি,
নিত্য আসি তোষে তোমা প্রণয়ী তোমার,

পার্শ্ব পিতা ক্লান্ত মামা তোমার স্বামীর,
অমঙ্গল শত্রু কিগো কর রাজ-বালা ?

উত্তরা । দক্ষিণ নাচিছে চকু আর স্নান্নে বাহু,
চিত্তস্থির নহে মম না দেখি নাথেরে ।

সখী । ঐ দেখ হাসি আসে বীর অভিমহু,
না চাহিতে যেখ বারি পাও ভাগ্যবতী ।

(অভিমহুর প্রবেশ)

তব বিরহে কাতরা এই চাতকিনী,
অদর্শনে অমঙ্গল ভাবিছে এখনি ।

অভিমহু । কেন বা প্রেমসি এত হয়েছ কাতর ?
কিবা চিন্তা-রাহু আসি প্রাসে মুখচন্দ্র,
রাকাক্ষী সখ মুখ কেনবা মলিন,
সম্মিত বদনে কেন না সম্ভাষ মোরে ?

উত্তরা । সময় সমাপ্ত হলো আজিকার তরে ?
মধ্যাহ্নে কিরিলে নাথ কহ শুভ বার্তা ;
কোন্ যোদ্ধা আজ কিবা করিল সময়,
বিস্তারি আমারে তাই কহ প্রাণনাথ,
যুদ্ধ সাজে কেন নাথ এবে আগমন ?

অভিমহু । দ্রোণাচার্য যুদ্ধ করে পাণ্ডব সহিত,
চক্রব্যূহ রচি যুদ্ধ করেন আচার্য ;
যুধিষ্ঠিরে ধরি লবে করেছে প্রতিজ্ঞা,
ব্যূহ ভেদি দ্রোণসহ আজি মম যুদ্ধ,
প্রসন্নে বিদায় প্রিয়ে এবে দেহ মোরে ;
বিজয়ী কিরিব আমি প্ররাজিয়া দ্রোণে ।

উত্তরা । দ্রোণ অস্ত্রশূন্য শুনি কুব পাণ্ডবের,
তার সহ যুদ্ধে তুমি বাইবে কেমনে ?

কায নাই সমরেতে ওহে প্রাণনাথ,
 হৃদয় আসনে বস—রহ যম পাশ ।
 তরুণ বয়স তব এ নব যৌবন,
 কমল জিনিয়া অঙ্গ অতীব কোমল,
 কমলাঙ্গ বিধুমুখ নবীন শরীর,
 যুদ্ধবীর হবে তুমি আশ্চর্য্য কথন ;
 বীর বাচ্য হতে যদি এতেক বাসনা,
 প্রেম বীর হওনাথ কর প্রেম যুদ্ধ ।

সখী । এ বয়সে যুদ্ধে বাবে কে দিল সম্মতি,
 যুদ্ধের বয়স কিগো এই রাজপুত্র ?

অভিমন্যু । ক্ষত্রকূলে জন্ম যম ক্ষত্রিয় ঔরসে,
 সমরে যাইব আমি মানি ক্ষত্র ধর্ম্ম,
 মহাবীর পুত্র আমি বীর তাতগণ,
 সমর অনল দেখে জ্বলিছে অদূরে,
 ত্যাজিয়া সমর আমি আসি তব পাশে,
 প্রসন্ন হইয়া প্রিয়ে দেহ অনুমতি,
 অচিরে আসিব ফিরি মাধি পিতৃ কার্য্য ।

(সখীর প্রস্থান)

তখন হইবে প্রিয়ে প্রেম আলাপন ।

উত্তরা । বিদায় তোমারে নাথ দিবহে কেমনে ?
 অমঙ্গল চিহ্ন সব দেখি যে প্রত্যক্ষ ;
 দাসীর মিনতি রাখ আজ যুদ্ধ বাজ্জা,
 অন্য বীর যাক্ রণে তুমি রহ হেথা ।

অভিমন্যু । যুদ্ধ ত্যাজি তব কাছে রহিব প্রেরসী ।
 একি কথা বল প্রিয়ে না জানি কারণ ।
 স্বামী যশঃ বাঞ্ছে পত্নী জগত সংসারে,

স্বামীর স্মৃতি নাম অতি প্রিয়তর ।
রহিলে তোমার কাছে বলি কাপুরুষ,
ডাকিবে আমারে সবে এই কুরুক্ষেত্রে ।
তাই কি তোমার ইচ্ছা হয় প্রিয়তমে ?
প্রসন্ন হওলো প্রিয়ে বলি বার বার ।

উত্তর । বাক্যেতে তোমারে আমি পারিব কেমনে ?
একেত রমণী জাতি তাহাতে অবলা,
অমঙ্গল চিহ্ন দেখি হয়েছি বিহ্বল ।
শঙ্কাপূর্ণ চিত্তে আমি নিবারি তোমারে ।

অভিমত্ন । কিসের আশঙ্কা প্রিয়ে কর মোর লাগি,
ধনঞ্জয় পিতা মোর কৃষ্ণ যে মাতুল,
(নেপথ্যে) অভিমত্ন তুই নাকি যাইবি সমরে ?
(স্নহদ্রার প্রবেশ উত্তরা সরিয় অন্তরালে ।)

স্নহদ্রা । সখী মুখে শুনে আমি আসি তরাকরি ।
অভিমত্ন । এই আমি জননী গো যাই তব কাছে,
আসিলে আপনি ছেথা, দেহ গো বিদায়,
আশীর্বাদ কর মাতা জিনিব দ্রোণেরে ।

স্নহদ্রা । ভুবন বিজয়ী দ্রোণ গুরু সে পার্থের,
তার সহ যুদ্ধ পুত্র না সম্ভবে তোর,
সমরে যাইতে তোরে কে দিল আরতি,
নির্দয় এমন কেবা কঠিন হৃদয় ?
সুকুমার পুত্রে আজ্ঞা করিল বিষম,
কোথা পিতা তব কোথা মাতুল তোমার ?
কোথা ভীম, ধর্মরাজ, মাত্রীসুতধর ?
কোথা বিরাট, পাণ্ডাল, সাত্যকী আদি বীর,
এতেক থাকিতে কেন তুমি যাবে রণে ?

অভিমত্ন । সমর বারতা মাতা আশনা বিদিত,
 ধর্মরাজ ধরিবারে দ্রোণের প্রতিজ্ঞা,
 সংসপ্তক রণে পিতা আছেন ব্যাপৃত,
 চক্র-ব্যুহ করি দ্রোণ হোথা যুদ্ধে ঘোর,
 হতাশ হলেন তীম যুঝি প্রাণ পণে,
 ব্যুহ-ভেদ রহস্য মা, না জানেন কেহ ।
 দ্রোণ অহঙ্কার করি ছর অগ্রসর ;
 লজ্জিত মলিন মুখ দেখি পিতৃগণে,
 সগর্বে মাগিনু আমি যুদ্ধের আরতি,
 তুষ্ট হয়ে পিতৃগণ দিল অনুমতি,
 আশীর্বাদ কর মাতা যুদ্ধ জিনে আসি ।

সুভদ্রা । কোমল বয়স তব পুত্র অভিরাণ,
 কেমনে সহিবে তুমি সংগ্রামের ক্রেশ ?
 বিশেষ যুদ্ধেতে দ্রোণ অতীব হ্রস্ত,
 ক্ষান্ত হও পুত্র মোর যেওনা সমরে,
 রাজ্য লোভে ধর্মরাজ ছইয়ে নিদয়,—
 তোমারে পাঠাতে রণে দিল অনুমতি ।
 এইস্থানে রহ পুত্র, পার্থ আসে যবে,
 তাঁহারে কহিব আমি ধর্মরাজ কথা ।

অভিমত্ন । অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি ভুজ্জে ধরি বল,
 সগর্বে চাহিনু আমি করিবারে রণ ।
 কৃষ্ণের ভগিনী তুমি হও বীর জায়া ;
 অনুচিত ছেন বাক্য তুমি বীর স্নাতা ।
 সমর ত্যাগিয়া আমি রছি অন্তঃপুরে,
 কাপুরুষ বলি নাম রটুক সংসারে,
 ক্ষত্র ধর্ম বিসর্জিব তেয়াগি সমর ;
 এমন কুৎসিত আজ্ঞা না কর আমারে ।

আশীর্বাদ করি মাতা ডরা দেহ আজ্ঞা,

সমরে প্রবেশি আজি শত্রু পরাজিব ।

(নেপথ্যে, অভিমন্যু কোথায় বলিয়া ডাকা)

শুন শুন ওগো মাতা ডাকিলেন ভীম,

বিলম্ব না সহে আর রুখা কাল ক্ষয় ।

সুভদ্রা । আমেন আমুন ভীম না ডরি তাঁহাকে,

দেখিব কে লয়ে যায় সিংহীর শাবক !

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম । এখানে রহিয়া পুত্র কিবা কার্য্য তব ?

সুসজ্জিত রথ তোর রয়েছে প্রস্তুত ।

অভিমন্যু । মাতৃ আশীর্বাদ আর লইতে বিদায়,

অপ্পকাল এই আমি আলিয়াছি হেথা ;

আশীর্বাদ কর মাতা যাই রণ মাঝে ।

(অভিমন্যুর হস্ত ধরিয়া উভয়ের প্রস্থান)

সুভদ্রা । মঙ্গল ককন তোর যত দেব গণ,

এসগো উত্তরে মোরা পূজিগে দেবতা ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

—:~*~:—

চতুর্থ গর্তাক ।

—:~*~:—

রণক্ষেত্রে ব্যূহ দ্বারে—মধ্যাহ্নের পর ।

(অভিমন্যু)

অভিমন্যু । এইত দ্রোণের ব্যূহ ভেদি নিজ বলে
কে রক্ষিবে ব্যূহদ্বার কেবা ছেন বীর ?
কোথা দ্রোণ, কোথা কৰ্ণ, কোথা দুর্যোগ্যধন,
কে পারে বারিতে মোরে যাই ব্যূহ মাঝে ?
(জয়দ্রথের প্রবেশ)

জয়দ্রথ । কে তুমি পার্শ্বের, এলে মরিবার তরে !
ব্যূহ দ্বার রক্ষা ভার আমার উপর,
আমারে লজ্জিবে তুমি কিবা ধর বল !
এখনি পাঠাব তোরে বমের নিকটে ।

অভিমন্যু । কেবা কারে বধ করে হইবে প্রত্যক্ষ;
সমরে প্রবৃত্ত হও, নয় ছাড় দ্বার ।
যাইব সত্রে আমি যথা আছে দ্রোণ,
যুদ্ধ সাধ মিটাইব দেখাইব শিক্ষা,
চক্র ব্যূহ করি দ্রোণ করে অহঙ্কার ?

জানে না যে পার্শ্ব পুত্র আছে বিদ্যমান !

যুধিষ্ঠিরে ধরি লবে বল হে সগর্বে ?

করিব তুমুল যুদ্ধ পরাজিত হবে,

সাহস হরত তুমি হও অগ্রসর ।

জয়দ্রথ । অগ্নি বুদ্ধি শিশু যদি বালক দুর্বল,
অজেয় কুকর দলে কেন বা প্রবেশ ?
ফিরি যাও কথা শুন না জানিবে কেহ ;
তোমারে বধিলে শিশু হবে কিবা কল ?

অভিমন্যু । ভয়াবহ জনেরে আমি নাহি ছানি শর,
তবে ছাড় দ্বার আমি প্রবেশি সহর ।

জয়দ্রথ । মরণের বাণ্ডী তোর হয়েছে মিতান্ত,
আমি কি করিব বল টেনেছে কালেতে !
তবে শিশু যদি তুমি একান্ত মরিবে,
যুদ্ধে অগ্রসর হও, কতক্ষণ জীব ?

অভিমন্যু । যুদ্ধ কর দেখি আমি শর কত বল ।
(উভয়ের যুদ্ধ জয়দ্রথের মোহ ব্যাহ মধ্যে অভিমন্যুর প্রবেশ)
—পরে জয়দ্রথের চেতনা)

জয়দ্রথ । (অগত) অর্জুনের পুত্র বটে হর বলবান,
ইহার যুদ্ধেতে আজ কিবা যেন ঘটে ।
মোরে ঠেলি অনায়াসে গেল ব্যাহ মাঝে !
(যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব আদির প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির । অভিমন্যু অগ্রে আই আছিল এখনি !

ভীম । ব্যাহ প্রবেশিল পুত্র একাকী সাহসে,
চল যাব দরাকরি প্রবেশি বলেতে ।

জয়দ্রথ । কোথা যাবে এহে ভীম এস যুদ্ধ করি,
অভিমন্যু চলিগেছে কুব সৈন্য মাঝ,

অভিমন্যু হেন পুত্র জুঁহিল সাগরের,
কেমনে উদ্ধার, তারে দেখিব এমনি ?

ভীম । আমি ভীম জয়দ্রথ জাননা আমারে,
পড়ে কি মনেতে তব কাম্যবন কথা ?

জয়দ্রথ । ভুলি নাই আমি ভীম সে সব লাঞ্ছনা,
আজ তার প্রতিশোধ দিব হে তোমাকে ।
কেশে ধরি ষতবার ঘুরিয়েছ মোরে,—
কিল চড় লাখি বত করেছ প্রহার,—
এক এক করি শোধ লইব তাহার;
দেখিব কেমন ঘোড়া তুমি স্বকোদর ?

ভীম । পথ ছাড় জয়দ্রথ প্রবেশি ব্যূহেতে,
অভিমন্যু একা গেল কুরুমৈন্য মাঝে;
ফিরি আসি যুদ্ধ সাধ মিটাব তোমার ।

জয়দ্রথ । দ্রোণ দত্ত তার প্রাপ্ত রক্তি আমি দ্বার,
আমারে না জিনে তুমি বাইবে কেমনে ?
তাই বলি কর যুদ্ধ বধা শক্তি তব;
আমারে পরাজি বাও ব্যূহের ভিতর ।

ভীম । তবে এস জয়দ্রথ না সহে বিলম্ব,
(ভীম ও জয়দ্রথ যুদ্ধ, ভীম পরাজয় । ক্রমে যুধিষ্ঠির আদি
সকলের যুদ্ধ ও পরাজয় ও তাহাদের প্রস্থান । আবার
গদা হস্তে ভীমের জয়দ্রথ সহ যুদ্ধ ও সকলের পরাস্ত ।
ভীমের মোহ জয়দ্রথের প্রস্থান ও শকুনির প্রবেশ ।)
(ভীমকে পতিত দেখিয়া)

শকুনি । হর্ষোদন ! হর্ষোদন ! আর, আর, আর !
ভীম পড়ে গড়া বাড়ি—দেখ, দেখ, দেখ !
এমন সময় আর নাইবে, নাইবে !

ভীমের হৃদনা দংশ আর হুর্যোধন ।

(হুর্যোধন, হুর্যোধন বলিয়া উঠে: অরে ডাকা ডাকি করিয়া হাশ্ব)

এখন যদ্যপি বেটা পাইত চেতন,—

উঠিয়া বধিত প্রাণ দেখিতে দেখিতে ।

(আবার হাশ্ব ও হুর্যোধনকে ডাকা ভীমের গদা তুলিতে

বিকট মুখভঙ্গি ও দেহভঙ্গি—না পারিয়া ফেলিয়া রাখা)

এই গদা লয়ে ভীম অনার্সাসে যুঝে ।

তুলিতে শক্তি মোর নহিল নহিল ?

(আবার তুলিতে চেষ্টা ও মুখাদি ভঙ্গি)

চেতন পাইলে হায় বধিবে আমারে ।

শিব বরে জয়দ্রথ জিনিল ইহারে ।

(ভীমের চেতন সঞ্চার)

ঐ জাগে ঐ জাগে পালা—পালা—পালা ।

ভীম । (উঠিয়া দণ্ডায়মান) কোথা আমি কোথা এই কুবসেনা !

এই ব্যুহ দ্বার কোথা অস্ত্র মম !

কোথা মম গদা সদা রিপুত্রাস !

পাণ্ডবের রিপু—পাণ্ডবের রিপু,

হুর্যোধন, হুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি,—

আর রিপু জয়দ্রথ আজ !

কোথা জয়দ্রথ পলালে কোথায় ?

ব্যুহ দ্বার রক্ষা কর এই আমি যাই ।

অভিমন্যু একা গেছে ব্যুহের ভিতর,

তাহার পশ্চাতে থাকি নারিনু পশিতে,

জয়দ্রথ নিবারণ আমারে সমরে ।

হিড়িম্বারি আমি ভীম রাক্ষস ঘটন,

আমারে পরাজে কিনা জয়দ্রথ আজ !

কিবা লজ্জা কি গঞ্জনা ঘুষিবে সংসারে ।

অভিমন্যু! প্রবেশিল একাকী সমরে ।

ভীম পরাজিত হার আজ ব্যুহসারে ?

নহিল শক্তি তার প্রবেশিতে ব্যুহ ?

রণে বিমুখিল মোরে জয়দ্রথ হার !

কাপুরুষ যারে আমি লাঙ্ঘিলাম কত !

(নেপথ্যে—ব্যুহ মধ্যে কলরব)

একাকী কেমনে তুমি করিবে সমর ?

অসংখ্য কুরুর সেনা সাগর সদৃশ !

তাই তাবি অভিমন্যু হতেছি বিহ্বল ?

থাক থাক এই আমি যাই তব পাশে ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

—(•*•)—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

—:~:—

যুদ্ধক্ষেত্র—সন্ধ্যার প্রাক্কাল

(কৃষ্ণ ও অর্জুন প্রবেশ)

অর্জুন । সংসপ্তক যুদ্ধে দিন গেল বাসুদেব,
নারায়ণী সেনা কত হইল বিনাশ !
অস্তাচলে যায় যায় দিন মগি অই,
লোহিত পাবক মূর্তি দিবসের নাথ ।
কিন্তু হায় চিত্ত মম কেন যে ব্যাকুল,—
কেমনে বুঝিব কেন হৃদয় সন্তপ্ত,
অমঙ্গল চিহ্ন কেন হয় দরশন ?
ঐ দেখ দিবাকর রয়েছে গগণে,
তবে কেন শিবাগণ করে কোলাহল !
হাহাকার হবে কান্দে আপদের পাল,
মণ্ডলে বায়স জাল করে স্বজোপরে !
ঐ শুন সিংহনাদ করে কুরুসেনা,
জয়নাদে বাদ্য ধনি হয় কুরু পক্ষে
বিষম বাজিছে হৃদে পশিরা অবগে
অসহ হইল আজ কুরুসেনা গর্ব ।

নিশ্চয় পাণ্ডব পক্ষ নাহি কোন রব,
অমঙ্গল কিবা আজ ঘটিল কেশব ?
ধর্মরাজ হেতু হার এবে মোর ক্ষয় ।

কৃষ্ণ] কোন শঙ্কা নাহি কর ধর্মের লাগিয়া,
অপ্প ক্ষতি তব পক্ষে বিপক্ষ বিনাশ,—
অচিরে ঘটবে পার্থ কহিলাম সার ।

অর্জুন । তব বাক্যে বিশ্বাসি যে সর্বদা কেশব,
কিন্তু নহে চিত্ত স্থির দেখি অসঙ্গণ,
গাণ্ডিব ধরিতে শক্তি নাহিক আমার ।
খসিয়া পড়িছে হার ! হস্তের আয়ুধ,
সজোড়ে ছাড়িতে বাণ নাহিক ক্ষমতা,
অভ্যস্ত বলিয়া মাত্র যুদ্ধি প্রাণ পণে ;
অনারাস সাধ্য যুদ্ধ এবে কষ্ট সাধ্য,
চিত্ত শঙ্কা পূর্ণ তাহে বাহু তেজ হীন,—
বল শূন্য হলো হার ! এবে সর্ব দেহ,
সম্মনে কাঁপিছে দেখ শরীর আমার,
পদদ্বয় নহে স্থির কেমনে দাঁড়াব ?
বিপদ শঙ্কায় চিত্ত ভাবনা সংযুক্ত ।
চল ফিরি এবে আর কাষ নাই রণে,
দেখি গে শিবিরে কিবা ঘটিল প্রমাদ ।

কৃষ্ণ । (স্বগত) অভিমুখ্য ইত বাক্তা কহিল যুযুৎসু,—
না কহিব পার্থে এবে সব বিবরণ ।

(প্রকাশ্যে) শিবির নিকটে ওই চল যাই তবে

অর্জুন । শিবির নিকটে এবে হই সমাগত,—
নীরব বিষয় সব দেখি কি কারণ ?

নাহি আনন্দ উৎসব নাহি বাদ্য শ্রুতি ;
 নীরব রবাব, বীণা, কাংস, করতাল,
 জয় ঢাক নাহি শব্দে, না নিনাদে ভেরী
 নাহি কি ছন্দস্তি হায় পাণ্ডবের দলে,
 ঐ দেখ পাণ্ডব সেনা যায় পলাইয়া ;
 হেট মুণ্ড কেন সবে দেখিয়া আমাদের,
 সজল নয়ন সবে কেন অপ্রফুল্ল ?
 না সম্ভাষে আমা কেহ বিরস বদন !
 অন্য দিন আমি যবে ফিরি যুদ্ধ হতে,
 আনন্দ উৎসব হয় বাদ্য কোলাহল,
 আনন্দে আসিয়া সবে করে প্রত্যাশান ।
 কিবা হে বিপদ হায় ঘটিল কেশব,
 বাক্য হীন তুমি কেন না সম্ভাষ মোরে ?
 আর ভাব অন্য দিন আসিলে যে ফিরি ।
 দ্রৌপদী তনয় সহ পুত্র অভিমন্যু,
 প্রত্যাগমন হায় করিত আনন্দে ।
 আজি কেন নাহি আসে স্নাতদ্রানন্দন ?
 আনন্দ বর্জন আর প্রমিত বিক্রম ।
 সেই কৃষ্ণা পুত্রগণ আজ কেন তারা,
 না আসে এখন ওহে কহ জনার্দন ?

কৃষ্ণ । শিবিরে প্রবেশি বীর দেখিবেন সকলি ।

অর্জুন । দেখিব সকল, তুমি বল কি কারণ ?
 কি কারণে নাহি কহ, দেখিব সকলে ?

কিবা যুদ্ধ করে আজ জোণাচার্য্য ণ্ডক,
কি ব্যূহ রচিল আজ অদ্বিতীয় বোদ্ধা !

কৃষ্ণ !

চক্র ব্যূহ রচে ছিল জোণ মহামতি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।]

পঞ্চম অঙ্ক ।

—:~:—

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক ।

—:~:—

পাণ্ডব শিবিরে—সন্ধ্যার পর ।

(ধরাসনে যুধিষ্ঠির, পদতলে নকুল, সহদেব, পাণ্ডে ভীম, ও

অন্যান্য বীরগণ উপস্থিত ।)

যুধিষ্ঠির । এখন আসিবে পার্থসহ জনার্দন,
বলিব দারুণ বার্তা কি বলিয়া তারে,
অভিমুখ আজ হত অন্যার সমরে !
পুত্রদ্বানন্দন তার নাহিক শিবিরে,
নাহি পৃথ্বীতলে সেই পুত্র গুণধাম !
অন্যায়ে বিনষ্ট পুত্র কে বলিবে তারে ?
হা হা পুত্র অভিমন্যু কোথা গেলে তুমি,
আমারে ফেলিয়া যোর শোক সিদ্ধু মাঝে ?

ভীম । সম্মুখ সমরে হার মরিল যে পুত্র,
তার লাগি কেন শোক করছে রাজন !
সৌভাগ্যের মহাবীর বীর চূড়ামণি,
সাধিতে ধর্মের কার্য হারাইল প্রাণ ।
অসহায় একাকী সে পড়িল সমরে,
দেহেতে থাকিতে প্রাণ নারিনু রক্ষিতে ।

বড় আশা করেছিল ভীম অনুবল,
 পশ্চাতে থাকিয়া তার সুখিব আমরা ।
 শঙ্কটে পড়িয়া পুত্র ডেকেছে সবায় ;
 অন্যায়ে মারিল তারে কুব্ধ মহা খল ।

যুধিষ্ঠির । মম লাগি অভিমন্যু মরিল অন্যায়ে,
 রাগ মোহে অন্ধ হয়ে পাঠানু তাহারে ।
 অকুল সমুদ্র সম কুব্ধসেনা মাঝে—
 নির্গম জানেনা পুত্র কহিল আমারে,
 তথাপি পাঠানু তারে সৈন্য রক্ষা হেতু ;
 অর্জুন নিম্নিবে বলি তাহার তনয়ে,
 যুদ্ধাদেশ করি তারে সমর্পিতু ভার ।
 প্রহৃষ্ট দুর্ব্বহ ভার লয়ে অবহেলে,
 প্রবেশিল অভিমন্যু কুব্ধসৈন্য ব্যাহে ।
 ভয় কণ নৌকা সম ডুবিল তরঙ্গে,
 অসহায় একাকী সে সেনা সিন্ধু মাঝে ।
 প্রতিকূল বিধি মোরে হ'ল হায় বাম !
 কি বলে মাতৃনা আজ দিব ধনঞ্জয়ে ?

ভীম । ঐ দেখ পার্থ সহ আসে নারায়ণ !

(কৃষ্ণাৰ্জুনের প্রবেশ ।)

অর্জুন । ধরাসনে বসি কেন যত বীর গণ ?
 সবাকার মুখে দেখি শোকের লক্ষণ,—
 বিরস বদন আর অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
 ঘন ঘন বহে শ্বাস অবনত মুখ,
 সকল হে রহিয়াছে—কই অভিমন্যু,
 কহ কহ ধর্ম্ম রাজ কোথা পুত্র মম ?
 হৃকোদর হেট মুণ্ড নীরবে রোদন,
 শুনিলাম চক্র ব্যূহ রচে আজ দ্রোণ,

চক্র ব্যুহ ভেদ বিধি জানে কৃষ্ণ, পার্থ ;
আর যত বীর আমি দেখি যে হেথায়,
ভেদিতে সক্ষম কেহ নহে সেই ব্যুহ,
ভেদ প্রকরণ মাত্র জানে অভিমন্যু,
নির্গম তাহারে আমি না শিখানু কভু ।
ব্যুহ করি দ্রোণ যুঝি আসে ধরিবারে ;
আপনা রাখিতে রাজা প্রেরিল কুমারে ।
কুরুসেনা মাঝে তাহে মরিল নন্দন,—
তরুণ বয়স্ক পুত্র ললিত মোহন,
সন্তানে বিনাশি কি হে হয়েছ শোকাক্ত ?

ভীম ।

উঃ হায়—

অর্জুন ।

নীরবে রহিলে কেন ওহে রুকোদর ।
কি বলে বলিবে বল নিদাক্ষণ বাণী,
অনুভবে বুঝি আজ মরিল যৈ পুত্র,
সুভদ্রা নন্দন হায় ! প্রিয় পুত্র মম,—
কোন মুখে আজ আমি ভেটিব সুভদ্রে !
কি বলে বলিব তারে মরিল সন্তান !
হা কৃষ্ণ ! হা কুন্তি ! তোমরা ভাল বাস,—
তোমরাও হারাইলে অভিমন্যু ধনে !
প্রিয়তম, প্রাণাধিক, প্রীতির ভাজন,—
কেবা তারে বিনাশিল—সংহারিল কেবা ?
পুত্র মোর পরাক্রান্ত কৃষ্ণ সমকক্ষ,
সুভদ্রার স্নেহ পাত্র আদরে লালিত,—
শৌর্য্য বীৰ্য্যশালী পুত্র না দেখি যদ্যপি,
নিশ্চয় কহিহু আমি যাব যম ঘর ।
সুভদ্রার শোক আমি নারিব সহিতে ।
নীরব সকলে তবে মরেছে তনয়,
কেবল স্মরণ হয় তার গুণ রূপ,

আর কি দেখিব মূর্তি হায় ! সমুন্নত
 সাল পোত সম, পুষ্ট, স্নেহ বসিষ্ঠ,
 কিবা কেশ মৃদু কুঞ্চি, চিকণ, উজ্জ্বল,
 কিবা চক্ষু, মৃগ শিশু তুল্য, মনোরম,
 বিক্রান্ত কিবা সে মত্ত মাতঙ্গ সমান,
 সর্বদা সন্মিত মূর্তি শান্ত প্রিয় বাদী,
 গুরু বাক্য অনুরত কিবা চমৎকার,—
 মহোৎসাহ, সদানন্দ, অনীযানু সারী,
 ভক্তানুকম্পী, কৃতজ্ঞ, দান্ত, জ্ঞানবন্ত ।
 কৃতান্ত সমর প্রিয় প্রিয় আত্মীয়ের,
 শত্রুভয় বর্জন আত্মীয় হিত রত
 পুত্র মম, পিতৃগণ বিজয়াভিলাষী,
 সর্বগুণ অলঙ্কৃত পুত্র বাসুদেব,—
 না হেরি যে স্রপুঞ্জের স্নেহ বদন,
 মনোজ্ঞ দেব হ্রস্ব ভ নিকপম রূপ ;
 না শুনি তাহার সেই বীণা রব বাণী,—
 কেমনে বাঁচিব ক্লম্ব কোথা শান্তি পাব ?
 অসংখ্য সহায় যুক্ত ছিল যে তনয়,
 আজ কিনা রণ ভূমে শুয়েছে ধরায় !
 শকুনি কুকুর শিবা গণে কিনা আজ—
 আকর্ষিছে দেহ তার হায়, শরবিদ্ধ !
 শয্যাশায়ী হ'লে যেরা হত উপাসিত,
 বন্দীগণ ভুতি গানে জাগরিত সেই ;
 শৃগাল বিকৃত স্বরে আজ ডাকে কাছে !
 কেমনে ভুলিব আমি সে পুঞ্জে কেশব !
 অতৃপ্ত থাকিত চিত্ত দেখি পুন পুন,—
 সেই পুত্রধন আজ হায় অপহৃত !
 অরে রে দাক্ষন কাল নিদাক্ষণ বিধি,

অভিমন্যু হরে নিলি কেমন সাহসে !
 অথবা উত্তম তুমি পেয়েছ অতিথি,
 ইন্দ্র আদি দেব সহ তুমিছ তাহারে ।
 কহ ধর্ম রাজ বার্তা বল বল মোরে—
 কেমনে মরিল পুত্র যোদ্ধা ধনুর্ধর ?
 প্রবেশিল ব্যূহমধ্যে যখন কুমার,
 অরাতি শর নিকরে ছায় হয়ে বিজ্ঞ,
 “তাত রক্ষ” বলে পুত্র স্মরিল কি মোরে ?
 দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ আদি হৃশংস গণের
 অবিরত বাণে কিছে হ’য়ে নিপীড়িত,
 সাহায্যার্থী অভিমন্যু ডাকে উচ্চৈশ্বরে ?
 অথবা সে নাহি করে কোন আর্তনাদ ।
 পরাক্রান্ত পুত্র মম ভাগিনা কৃষ্ণের ;
 কঠিন আমার হৃদি ছায় ! বজ্র সম ।
 হেন পুত্র শোকে তাই না হ’ল বিদীর্ণ ।
 নির্ভুর অরাতিগণ হানিল কেমনে,—
 মর্ম্ম ভেদী শর তার সুকোমল বক্ষে ;
 কি যে বলে শান্ত আমি করিব সুভদ্রে ;—
 পুত্র শোকাতুরা যবে জিজ্ঞাসিবে মোরে ?
 শোক আকুলিত যবে কাঁদিবে উত্তরা,
 তাহা দেখি যদি হৃদি না হয় বিদীর্ণ ;
 অবশ্য জানিব তবে বজ্র সম ছায় ।

কৃষ্ণ ।

সর্ব শাস্ত্র বিজ্ঞ তুমি মহামতি পার্থ,
 অকারণ শোক কেন কর বীর বর ?
 সংগ্রামে পড়িয়া স্বর্গে গেল অভিমন্যু,
 বিলাপ তাহার লাগি নহে যে উচিত,
 বীর বাঞ্ছনীয় মৃত্যু সংগ্রামে পতন ;
 আর্ধ্য ধর্ম উক্তি এই জ্ঞানই সকলই ;

জাতব্য বিষয় সব অবগত তুমি,
শোকাকুল দেখি তোমা হ'ল ক্ষীণ মন ।
সুহৃদগণ, বৃথাগণ, ভ্রাতৃগণ, তব,—
শোক ত্যাজি প্রবোধ হে এ সবারে তুমি ।

অর্জুন । কেমনে পড়িল যুদ্ধে কহ ভ্রাতৃগণ,—
সেই পুত্র মম ছায় ! রাজীব লোচন,
শুনিব শ্রবণে এবে কহ বিস্তারিয়া,
কোন কোন বীর সনে যুঝিল কুমার !
তোমরা সকলে ছিলে সমস্ত্র সমজ্ঞ,—
তথাপি মরিল পুত্র আশ্চর্য্য বারতা !
কৃতান্ত্র যে শস্ত্র পাণি পাণ্ডব পঞ্চাল,
দেবগণ নহে ক্ষম সহ যুঝিবারে ।
আগে নাহি জানিতাম ছায় ! অসমর্থ,—
পাণ্ডব পঞ্চাল গণ রক্ষিতে তনয়ে
তবে আমি দ্রুত তারে রক্ষিতাম সদা ।
রথে থাকি অস্ত্র রক্ষি করিলে তোমরা,
তথাপি বিনষ্ট পুত্র হইল সমরে ?
জানিলাম কিছু মাত্র নাহি পরাক্রম,
পৌরুষ অথবা শৌর্য্য নাহি তোমাদের ;
নতুবা মরিবে কেন পুত্র অভিমন্যু ।
জানি তোমা সবে ভীক অরুত নিশ্চয়,
হস্তী মুর্থ আমি করি অন্যত্র গমন,
মরিল তনয় তাই দুর্বল তোমরা ।
ধিক রাজা যুধিষ্ঠির ধিক্ রুকোদর,
রুখা বল, গর্ব তুমি কর নিরন্তর,
রুখা ধর গদা, রুখা আসি, ধনুঃ শর,
শেল, শূল, জাঠা, পাশ, মুঘল, মুগদর,—

ভোবণী তোমার আর যত অঙ্গগণ,
কার্য্যক, ভূণ, বাণ হয় কি কেবল,
ভূষণ তোমাদের সাধিতে অঙ্গ শোভা ?
আর বাক্য বক্তৃতায় ভুলাইতে সভা ?
ন'লে পুত্র নষ্ট কেন অরাতি সমরে ?

যুধিষ্ঠির । বিস্তর নিদ্দিলে পার্থ বলি কুবচন,
পুত্র শোক তাই ক্ষমা করি যে তোমারে,
অসম অন্যান্য যুদ্ধে মরিল কুমার,
বলি শুন এবে পার্থ সব বিবরণ ।
চলি যবে গোলে তুমি সংসপ্তক রণে,
রচিয়া অদ্ভুত ব্যূহ দ্রোণাচার্য্য বীর,—
অগ্রসরি আসে মোরে ধরিবার তরে ;
প্রতিব্যূহ করি সেনা আগুলি যে তায়,
ব্রহ্ম রণ প্রমত্ত দ্রোণ উপনীত ।
কেহ নাহি আটিবারে পারিলাম হায় !
গংগণে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর ;
অবিরত সেনা নাশ ঘটিল প্রমাদ,
নিরুপায় ভাবিলাম সৈন্য রক্ষা হেতু !
অভিমন্যু অগ্রসর হইল তখন !
তবে আজ্ঞা দেই আমি, ভেদিল-সে ব্যূহ,
তার প্রদর্শিত পথে সবে মিলি যাই,
অনারাসে অভিমন্যু প্রবেশিল ব্যূহ ;
মো সবারে বাধা দিল ক্ষুদ্র জয়দ্রথ,
শিব বরে বলপ্রাপ্ত হইল অজেয় ।
একাকী পড়িল পুত্র তাহার কারণ,
দ্রোণ, রূপ, কণ, অশ্বখানা, কৃতবর্মা,—
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি,
একে একে কুরুদ্বীর পরাজিত সবে,

রথ, গজ, অশ্ব, বহু অসংখ্য পদাতি,—

দ্বিসহস্র রাজ পুত্র, বহু বীর আর—

সবারে বিনাশে পুত্র একাকী সমরে,

মৃগেন্দ্র শাবক যথা মৃগযুগ্ম মাঝে ।

অবশেষে সপ্তরথী ঘেরিল বালকে,

তাহারাও পরাজিত কুমারের রণে !

চতুর্থ বারেতে পুত্র হইল বিরথী,

অস্ত্র শূন্য শর বিদ্ধ পড়িল ভূমিতে ;

দ্রুঃশাসন পুত্র তবে সংহারিল তার ।

অর্জুন ।

হা পুত্র ! হা অভিমন্যু ! হারাইলু তোমা !

অন্যায়ে মারিল তোমা কুরু কুলধম ।

হার—হা—অভি—মন্যু কোথায় !—

কো—ও—থা—আ—আ—আ—

(মূচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতন)

যুধিষ্ঠির ।

অর্জুনে ধরছে কুরু রক্ষ এই বার,

উঠ পার্থ ত্যাজ মোহ হও হে সজ্ঞান,

কি কর যে ভীম বসি তোল ধনঞ্জয়ে !

(ভীম কর্তৃক অর্জুনের উত্তোলন—

ক্রমে অর্জুনের মুচ্ছাপনোদন—চক্ষু মিলিয়া ।)

অর্জুন ।

কই আমি, কোথা—আমি অর্জুন !

আমার গাণ্ডীব কই—কই মোর তুণ ?

দেখি যে সকলে হেথা রয়েছ বসিয়া ;

অভিমন্যু ধনে আমি হরেছি বিহীন ।

অন্যায়ে মরেছে পুত্র কুরু সৈন্য হাতে,

কুরু কুলে পাশাপাশি সব নরাধম ।

অন্যায় করিল যুদ্ধ দ্রোণ বিদ্যমানে,

জানিলাম অধার্মিক কুরুর সমাজ !

দ্রুহ্যোধন মহাপাপী তাহাদের মাঝে,

অন্যায় সমরে পুত্র করিল ঘটন ।
 এক কালে সপ্ত রথী করিল সমর ;
 এক কালে ক্ষিপ্ত বাণ সপ্ত ধনু হতে,
 তরুণ বয়স্ক শিশু তাহার উপরে !
 কোথা ছিলে তুমি ভীম কোথা তব গদা ?

ভীম । ব্যূহদ্বারে বদ্ধ মোরে করে জয়দ্রথ,
 বার বার কত বার করিলাম রণ,
 দুর্জয় হইল ভাই জয়দ্রথ নীচ !
 সমরে জিনিতে তারে না পারি কিছুতে,
 গদার প্রহার কত মারিলাম মাথে,
 অনায়াসে পরাজিল আমারে সমরে !
 কাম্যবন কথা তুলি কত মন্দ কয়,
 ভীমে বধিবারে হায় ! অবহেলে চায়,
 উভয় সেনার মধ্যে আমি হারি রণে,
 গলেতে ধনুক দিয়া করিল লাঞ্ছনা ;
 গঞ্জনা কুবাক্য কত বলিল যে মোরে ;
 বিদরিয়া যায় বুক স্মরিতে সে সব ।
 ব্যূহ মাঝে করে নাদ একাকী কুমার,
 ছুরা করি প্রবেশিব তাড়া তাড়ি করি,
 মারা মারি ছড়া ছড়ি না পারি যাইতে,
 এই মতে গেল দিন তাই শুন ভাই ।

অর্জুন । জয়দ্রথ হতে নয় হইল কুমার,
 জয়দ্রথ ! জয়দ্রথ ! কই জয়দ্রথ ?
 বিনাশি তাহারে, জ্ঞান তবে শাস্তাইব !

(জয়দ্রথ, জয়দ্রথ করিয়া অসি হস্তে ভ্রমণ—কৃষ্ণ অর্জুনকে ধারণ)
 কৃষ্ণ । ক্ষান্ত হও পার্থ এবে হইলে উদ্ভত,
 জয়দ্রথ ভ্রমে বুঝি ঘটাবে অনর্থ ।

অর্জুন ।

ওহে ধর্ম রাজ আর ভীম সভাজন,
 প্রতিজ্ঞা আমার এই কর অবধান,
 সংহারিব জয়দ্রথের কালিকার রণে ।
 পাণ্ডব পক্ষীয় যদি হয় অভাজন,
 অথবা ভজয়ে কৃষ্ণ ত্যাজি কুরু পক্ষ
 তবে সে বাঁচিবে প্রাণে, নতুবা বিনষ্ট ।
 স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল যথা তথা থাকে
 মারিব তাহারে আমি করিলাম পণ
 অভিমন্যু বধ হেতু । সেই কুলদ্বার ;
 রক্ষিতে তাহারে কেহ নহিবে সক্ষম ।
 ইন্দ্র আদি দেব যদি পাইবে সহায়,
 অথবা দানব দল, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ,
 এ সকলে মিলি যদি রক্ষিবে তাহারে
 মোহিত করিয়া সবে নাশিব পাপেরে
 যদি আমি নাহি বধি কাল জয়দ্রথের,
 মহাপাপ করি, নর যেরা গতি পায়,
 সেই গতি হবে মোর জানিহ নিশ্চয় ।
 পিতৃ হস্তা, মাতৃ হস্তা, আর নর হস্তা,
 গুরু দার, পর দার রত অযশস্বী,
 ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী যে গচ্ছিতাপহারী,
 পরম্পাপহারী আর সুবর্ণাপহারী,
 বিশ্বাসঘাতকী, খল, হৃশংস, নিষ্ঠুর,
 সাধু গুরু নিন্দারত, পরিবাদ দাতা,
 পরপ্রী কাতর, দুষ্ক পর প্রপীড়ক,
 হনু, দ্বিজ, গুরুজন অবমত্তা আর,
 বঞ্চক, উৎকোচ প্রাণী, মিথ্যাবাদী নর,
 কৃতঘ্ন, পাপাত্মা, উপকারক নিম্নুক,
 মৃত পূর্ব প্রী নিম্নুক, নিম্নুক পরের,

আশ্রিত বাক্যানুবর্তী, সাধু পরিত্যাগী,
 বান্ধব ভেদী, মর্যাদা ভেদী, মদ্যপায়ী,
 রাজদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী, ভণ্ড নিশাচর,
 অথবা অন্য যে পাপী আছে সংসারে,
 তাহাদের যেরা গতি, আর যেরা লোক,
 সেই লোক গতি মোর ষটিবে অবশ্য,
 যদি কালি নাহি বধি জয়দ্রথে রণে ।
 পুনশ্চ প্রতিজ্ঞা মোর, শুন সর্বজন,
 দিবস থাকিতে আমি বধিব তাহারে ।
 জয়দ্রথ বধ বিনা যদি সূর্য্য অন্ত,
 অর্জুন ত্যাজিবে প্রাণ জ্বলন্ত পাবকে ।

(সকলের প্রস্থান ।)



পঞ্চম অঙ্ক ।

—:~:—

সপ্তম গর্ভাঙ্ক ।

—:~:—

(পাণ্ডব শিবির অন্তঃপুরে—রাত্রিকালে—সুভদ্রা)

সুভদ্রা । হত পুত্র আজ রণে, দারুণ বারতা,
অশনি সম্পাত সম শুনিবু প্রবণে ;
তবু নাহি বাহিরিল প্রাণ দেহ হতে,
প্রিয় পুত্র প্রাণ পাখি উড়ি গেল চলি
শূন্য করি গৃহ মোর পিঞ্জর যেমন ।
হারাছিনু অভিমন্যু, আমি অভাগিনী,
একটি সন্তান মোর হায় রে আছিল !
বীর প্রসবিনী আমি যাছে বীর মাতা !
একটি রতন মোর অমূল্য ভাণ্ডারে,
এক মাত্র দীপ মোর এ ঘোর সংসারে,
অন্যায়ে মারিল পুত্র খল কুসুদল,
চৌর্য্যে যেন হরি নিল হায় রে বিধাতা
নিবাইল দীপ, অন্ধকার এ সংসার !
কার মুখ দেখি আর ধরিব জীবন ।
কার স্মিত মুখচন্দ্র উজ্জ্বলিবে আর
নাশিবেক আমি মোর চিত্তাকাশ হতে ।

হেরিলে যাহারে হ'ত হৃদয় প্রকুল,
উথলিত স্নেহ সিদ্ধ হেরিলে যাহার !
সুন্দর যাহার মূর্তি, হেরি বার বার,
অতৃপ্ত রহিত চিত্ত পুনঃ দেখিবারে ।
এ হেন সন্তান মোর হরিল বিধাতা ।
হা পুত্র ! কমল আঁখি, শৌর্য্য বীৰ্য্য শালী !
আর না দেখিব ফিরে তোমার সে মুখ ?
আর না শুনিব কিরে অমিয় বচন ?
আর না আসিবে তুমি ছাসি মমপাশে ।
সুন্দর তোমার মূর্তি ভুলিব কেমনে !
স্মরিয়া তোমার গুণ বিদরিছে বুক ।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ । কেন ভয়ি কর শোক অভিমন্যু লাগি ?
সম্মুখ সমরে পাড়ি গেল স্বর্গপুর,
পিতৃগণ জয় হেতু মরিল নন্দন,
সাধিল যে পিতৃ কার্য্য । হায় মহাবল !
শোক করা তার লাগি নহে যে উচিত ।

সুভদ্রা । কেমনে জানিব মোর মরিবে সন্তান,
তব ভাগিনেয়, আর পার্থের তনয় ।
আমারে ত্যজিয়া পুলে গেল যমালয় ।
কেমনে ধরিব বৈর্য্য ? নাশে তারে রণে
কুরুগণে মিলি কৃষ্ণ, তোমরা জীবন্ত !

কৃষ্ণ । না দিহু সাক্ষাৎ তাই মরিল নন্দন
পরাক্রান্ত, বীৰ্য্যবন্ত, ধনুর্ধর শূর ।
একে একে কুরুযোদ্ধা যদি করে রণ,
নাহিবীর কুরু মাঝে, সংহারে তাহারে ।
অন্যায় সমরে তাহে মিলি সপ্তরথী,

লভিতে কলঙ্ক হায় ! বধে অভিমন্যু,
তাই বলি বরনারি ত্যাজ শোক ভার ।

সুভদ্রা । কেমনে সম্মরি শোক কই ওহে কৃষ্ণ ?
অবিরত পড়ে মনে পুত্র চাঁদ মুখ !
উখলি দহিছে চিত্ত সদা শোকানল,
কেমনে ভুলিব আমি অভিমন্যু ধনে
ধূলী ধূষরিত হায় ! আজ তার অঙ্গ !
ভূমিতে পড়িয়া আছে ! অভিমন্যু দেহ
শৃগাল কুকুরে হায় খায় ! মাংস তার
নবনী জিনিয়া যার ! অঙ্গ স্নাকোমল ।
উত্তরা সেবিত যার চরণ যুগল,
উত্তরা চুম্বিত, যার সেই মুখ চন্দ্র,
তাহা কিনা আজ কৃষ্ণ, স্বাপদ দলিত !
আত্মাণি যে সললাট করি আশীর্বাদ,
দাওয়া তাহাতে আজ শকুনি গৃধিনী !
নীলোৎপল জিনি যার আয়ত নয়ন,
স্নেহ-বুদ্ধি-দীপ্ত, সদা চাক আভায়ুজ
বুকে বসি পক্ষী তাহা খায় যে টানিয়া !
হৃদ্ধ ফেন নিভ শয্যা যাহার শয়ন,
কঠিন মৃত্তিকা আজ তাহার আশ্রয় !
রণভূমে পুত্র মোর রয়েছে পতিত,
হেথায় জননী আমি অন্তঃপুরে বদ্ধ !
সন্তপ্ত যে চিত্ত মম পুড়িছে সর্বদা !
ত্যাগিয়া জীবন হায় ! নিবারিব জ্বালা
অপুত্রক আমি, এবে কুঙ্কজ রণে ।

কৃষ্ণ । কি লাগি ত্যাজিবে প্রাণ অর্জুন রমণি !
ওগো বীর মাতা, হরে আমার ভগিনী

শোক করা হে স্রুভদ্রা ! উপযুক্ত নয়,
স্বর্গগত পুত্র তব কহিলু নিশ্চয় ।

স্রুভদ্রা । জানি আমি মহাবল আমার নন্দন,
জানি আমি কত ধর্ম পালিল বালক,
জানি আমি সঙ্গতি পাইল অর্জুনি,
কিন্তু মাতৃ হৃদে শেল পশিল যে শোক !

(নেপথ্যে ক্রন্দন)

ঐ শুন বধু কান্দে, বিরাট হুহিভা,
কি বলিয়া শান্ত আমি করিব তাহারে ?
তাহার বৈধব্য দশা ষটিল অচিরে,
কেমনে দেখিব আমি তাহারে নরনে ?
পতিহীনা স্নকুমারী, নব পরিণীতা,
শোকাক্ত উত্তরা এবে কান্দিছে অপার ।

(নেপথ্যে—ধর, ধর ভগিনী গো বধু পড়ে ধর—)

স্রোপদী তাহারে দেখ, না পারে শান্তিতে ।
(এলোকেশে উন্নত উত্তরাকে ধরিয়া স্রোপদীর প্রবেশ)

স্রোপদী । হা প্রভু ককণাময় কেন হেন ভাগ্য !
সমরে পড়িল ছার, অভিমুখ্য বীর,
অনাখিনী করি এই উত্তরা বালিকা ;
অপ্প কালে বৈধব্য যে ষটিল ইহার ।
কেমনে সহিবে বল নিদাক্ষণ জ্বালা ?

স্রুভদ্রা । জীবনে দেখিতে হ'ল কক্ষ এই দশা !
স্রুভদ্রা ভূমিল ভাই এতেক যাতনা !
শীত্র দেহ সজ্জা করি, নাপারি সহিতে,
না পারি দেখিতে, আমি বধুর বৈধব্য !

ভরা করি সজ্জাকর প্রবেশি অনলে !
বিন্দুমাত্র মেহ যদি থাকে ছে আমারে
বিলম্ব না কর আর । নিবাব এ স্থালা—
প্রজ্বলিত হুতাশনে জ্বলিয়া অচিরে ।

উত্তরা ।

পাণ্ডব ভজয়ে তোমা, বলি দয়াময়,
অনাথের নাথ তুমি কৃষ্ণ, দীন বন্ধু !
তুমি হে থাকিতে মরে পাণ্ডবের পুত্র !
পাণ্ডব অজের জানি জগত সংসারে ।
পাণ্ডব কুলাবতংশে বরিনু পতিছে,
কে জানে এমন হবে মরিবে অর্জুনি ?
কেমনে বাঁচিব আমি হ'য়ে পতি ছারা !
অনুমতা হ'ব কৃষ্ণ জ্বালি দেহ অগ্নি,
ভক্তজন বাঞ্ছা পূর্ণ সদাকর শুনি ।
পার্থ প্রিয় পুত্র হত একি তব কার্য্য !
পতি মোর মরিয়াছে, উত্তরা বিধবা !
এখনও বাঁচিতেছি কি কঠিন প্রাণ !
অভিমন্যু স্বামী মোর পড়ে রণ ভূমে,
তঁার কাছে যাব আমি কে বারিবে মোরে ?

(যাইতে চেষ্টা—দ্রৌপদী তাহাকে ধারণ)

(উচ্চোঃস্বরে) কি হইল কি হইল বাহিরায় প্রাণ ।

ছাড় গো স্বাস্থ্যভী আমি যাব রণ ক্ষেত্রে,—
পদতলে বসি তাঁর সেবিব চরণ ।

(দ্রৌপদী ও সূভদ্রা উত্তরাকে ধরিয়া তিন জনে রোদন)

কৃষ্ণ ।

সম্বর, সম্বর শোক দ্রৌপদী, সূভদ্রা—
বীর নারী হ'য়ে কেন ভোমরা কাতর ।
তোমরা করিলে শোক বধু বাঁচে কই,
পুত্র সন্তাবিতা এ উত্তরা রমণী,

শোক করা তার এবে নাহে যে উচিত।
গর্ভস্থে শোক হয় অনিষ্টের মূল,
জানিয়া তোমরা যদি করিবে শোচন,
কেমনে ধৈর্য ধরে কাটরা বালিকা ?
তাই বলি হে শ্রুভদ্রে চিত্ত কর শান্ত,
রাজেন্দ্র জঘিবে পুত্র উত্তরার গর্ভে।

শ্রুভদ্রা । সত্য কৃষ্ণ আর আমি না করিব শোক,
এবে শুন বাক্য মোর করি আশীর্বাদ,—
স্বর্গ সুখ ভুঞ্জ পুত্র সদা অবিরত,
সগদতি তোমার এবে হইবে অবশ্য।
সুহৃদ সুখ যত আছে স্বর্গপুরে,—
প্রাপ্ত তুমি অনায়াসে হবে সে সকল।
সেই গতি হবে তোর যাহা পায় নর,
পিতৃ, মাতৃ, দেব, দ্বিজ, গুরুজন ভক্ত
গুরু শ্রদ্ধা, নিয়ত কৃত্য, যাজিক,
কৃতজ্ঞ, বদান্য, দাতা, ব্রত অনুরত,
বিনীত, শ্রুশীল, নম্র, শুদ্ধ, সদাচার,
জ্ঞান ভূপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞদীমান,
লির্লিপ্ত, জীবন মুক্ত, দীনে দয়াবান,
ধর্ম শীল, ক্ষমা শীল, পুণ্য আত্মা, সাধু,
পুণ্য তীর্থ অবগাহী, ব্রহ্মচারী যেবা,
সর্ব ভূতে সম দৃষ্টি করে যেই জন,
যাহারা না দেয় অন্যে মরম বেদনা,
মধু, মাংস, মদ, দস্ত, যেরা করে ত্যাগ,
পর পীড়া, মিথ্যা কথা, ছল প্রবঞ্চনা,
অতিথি বিমুখ যেবা না করে কখন,
ধৈর্য রক্ষা করে যেবা সতত আশ্রয়,

হইয়া বিপন্ন ক্লিষ্ট দম্ব শোকানলে,
 উপেক্ষি কামনা যেবা সাধয়ে কর্তব্য,
 এই সব নর ক্লক যেবা গতি পায়,
 সেই গতি পাবে ক্রম আমার তনয় ।

(সকলের প্রস্থান)



ষষ্ঠ অঙ্ক ।

—:~*~:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

:~*~:-

কুরু শিবিরে—রাত্রি কালে ।

(হর্ষ্যোধন, হৃশীকেশ, কৰ্ণ, শকুনি উপস্থিত)

হর্ষ্যোধন । হত পুত্র মম আজ কুব্ধক্বেত্র রণে
প্রজ্বলিত যাহা মম বাসনা উদ্ভূত ।
বিনাশি পাণ্ডবে রাজ্য করি নির্বিবাদ
অখণ্ড ভারত রাজ্য অর্পিব কুমারে ;
কত সাধ মনে ছিল সকলই বিফল !
অভিমন্যু রণে আজ আশার বিনাশ ;
সুশোভিত বপু যার নানা অলঙ্কারে,
খচিত মণি, মণিকো, মুকুতা, কাঞ্চনে,
কাক সুখচিত ছত্র মস্তকাবরণ,
মুকুতা, প্রবাল, মণি, ঝলিত, ঝালরে,
এহেন ছত্রের তলে কেবা বিরাজিত ?
ধূলির পটল এবে আবরণ তার ।
মখমল বিমণ্ডিত সুবিচিত্র শয্যা,
তাতে শুয়ে যার নছে নিজার আবেশ

কঠিন মাটিতে এবে চিরনিদ্রা সে যে,
 কিংখাপে কাঞ্চন কান্ধে বিচিত্র বসন
 ধূলা ধূষরিত এবে পড়ে রণক্ষেত্রে ।
 নানা আভরণ যুক্ত যার দাস দাসী,—
 সঙ্গিতে যাহার সদা শত অনুচর,—
 এহেন সম্মান মোর ভূমিতে পতিত !
 ধূলা বিমণ্ডিত গাত্র অতি অকোমল !
 সহচর পাইরাছে কুকুর শৃগাল !
 বাণে নিপীড়িত হয়ে করি আর্তনাদ,
 মরিল সম্মান মোর আমার নিমিত্ত !

শকুনি । অতিমন্যু মারিয়াছ, পুত্র হস্তাতব,
 সমরে পড়েছে সেই আমাদের বাণে,
 তাহে কিহে মহারাজ হয় নাই শোধ ?

হুৰ্যোধন । অতিমন্যু হত ভাই চিত্ত যে প্রসন্ন,
 মম পুত্র রণে অদ্য মরিল অগ্রেতে ;
 পশ্চাতে মারিয়া তারে লভিলু প্রসাদ,
 পাণ্ডব পেয়েছে মামা আজ পুত্র শোক,
 অর্জুনের প্রিয় পুত্র অতিমন্যু হত,
 দারুণ পাইল ব্যথা হৃদয়ে পাণ্ডব ।
 মারিয়া মোদিত আমি, তুলি পুত্র শোক,
 দুঃশাসন পুত্র তব সাধিল যে কাষ,
 বিনাশিয়া অতিমন্যু তুধিব কেমনে,
 কেমনে শুধিব আমি তাহার সে ধার ?
 আশীর্বাদ করি তারে করি বরদান,
 কুরুক্ষেত্র রণ অস্ত্রে ভারত সাত্রাজ্যে—
 সুবরাজ করি তারে বরির নিশ্চয় ।

(চরের প্রবেশ)

কহ কহ ওরে দূত কি তোর বারতা,
 পাণ্ডব শিবির হতে তোর আগমন ;
 ধর্মরাজ ধর্ম ভীষ করিছে কি চেষ্টা—
 হস্তী মূর্খ রকোদর, শাস্তিতে অর্জুনে ?
 অর্জুন আগত কিরে দেখিয়াছ তুমি ?
 হত পুত্র আহা আজ রুক্ষের ভগিনী !
 আমা উপেক্ষিয়া সেই বরিল অর্জুনে,
 অকালে মরিল পুত্র কুরুক্ষেত্র রণে ।
 রক্ষিতে তাহারে ক্ষম নহিল পাণ্ডব,
 দুর্বল পাঞ্চাল সহ মিলিয়া সকলে ।
 রথী, রথী জয় আশা, রথী বল, গর্ব,
 আর রথী তাহাদের রাজ্যপ্রাপ্ত বাঞ্ছা,
 মম সহ রণে তারা হইবে বিনাশ ।
 কেমনে কান্দিছে বল সুভদ্রা, দ্রৌপদী,
 বিধবা বিরাট বাল্য, পার্থ, পুত্র, বধূ ।

চর । ধরাসনে বসি আছে রাজ্য যুধিষ্ঠির,
 অবিরত অশ্রুতার ঝরিছে নয়নে,
 নীরব সকলে যত অনুচর রাজা ;
 শোকাক্ত চিন্তিত সবে জানাবে কেমনে,—
 হত পুত্র তার, পার্শ্বে মর্মভেদী বার্তা ।

হৃষ্যোধন । সুখ প্রদ-ভরে দূত তোর এ বারতা,
 লহ পুরস্কার মাগ ভিক্ষা যাহা বাঞ্ছা ।
 ঐশ্বর্য্য, গোবৎস, হস্তী, আর ভোগ্য বস্তু,
 মাগিয়া লভহ দূত যাহা অভিচ্চি ।
 অদেয় তোমাতে আজ নাহি কিছু মোর,
 মাগ সুন্দরী রমণী বাঞ্ছা হয় যদি ।

চর । প্রসন্ন আমায়ে যদি ওহে কুরুরাজ,
 দেহ ভিক্ষা যাই চলি আপনার দেশে ;

কার্য নাহি মহারাজ, বলি হৈ অভয়ে,
 ধন, জন, সুসম্পদ, অথবা ঐশ্বর্যে ।
 তব পক্ষে এই রণে না বাঁচিবে কেহ,
 আশীবিধ ভুল্য বাণে গাণ্ডিব নিক্ষিপ্ত,
 জর্জরিত হয়ে সবে মরিবে অচিরে ।
 কি ছার আমরা তবে ক্ষুদ্র চরণ
 জীবন্ত কিরিতে দেশে আশা করি আমি,
 দেহ বর অনুমতি চলি যাই দেশে ;
 গৃহেতে আছরে মোর প্রেমলী গৃহিণী ।
 অর্থ লোভে হয়েছিনু তব অনুগত,
 কে জানে পাণ্ডব এত যুদ্ধেতে প্রথর ।
 ঘোষিত সকলে রাজা কুব্ধ অধিতীর ;
 কায় নাই অর্থে মম ভ্রান্তি হ'ল দূর ।

দ্রুপদাধন । দূর দূর ওরে দূত চলিয়া এখনি—

যথা ইচ্ছা তথা যাও অধম পামর ।

বর অঙ্গীকার যেই রহিল জীবন,

নতুবা এখনি নষ্ট এই খজাঘাতে ।

শকুনি ।

সম্বর বর প্রসাদ ফিরাও আদেশ,

দেহ প্রতি আজ্ঞা প্রাণ বধিতে ইহার ।

চণ্ডালে কর আরতি ছেদিতে শ্মশানে,

দেহ মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত, দেখিবে সকলে ।

ভীকচর মহারাজ না পোষ কদাচ ।

আর এক বাক্য বলি কর অবধান,

রাধছে মিনতি নাশি ইহার জীবন ।

দেখাও দৃষ্টান্ত ভীক কাপুরুষ গণে,

কুব্ধপক্ষ ত্যাজি যেবা ইচ্ছিবে কিরিতে,

কণস্থির নহে মুণ্ড যুদ্ধেতে তাহার ।

(অনুচর সহ জয়দ্রথের প্রবেশ)।

জয়দ্রথ । দেহ আজ্ঞা কুবেরাজ যাই নিজ দেশে ;
সাধিলাম তব কার্য যথা সাধ্য মম ।
রোধিলাম দ্বার তাই মরে অভিমতু,
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ বধিবে আমারে ।
অব্যর্থ হে পার্থ বাক্য মরণ নিশ্চয় ।
কালিকার রণে আমি থাকিলে হেথায়,
চর জিজ্ঞাসিয়া এই জানিযু সংবাদ ।
অপরাধ ক্ষম এর রাজা মতিমান ।

দুর্যোধন । স্থির হও জয়দ্রথ ওহে বীর্যবন্ত ;
অর্জুন লাগিয়া কেন এত তুমি ভীত ?
বীর শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর বীর চুড়ামণি,
ক্ষত্র মণি হয়ে চাহ ত্যাজিতে সমর ?
নাহি বীর মম পক্ষে নিবारे অর্জুনে !
ঐ দেখ কর্ণ বীর আক্ষালিছে কিবা,
সগর্ব চাহিছে কিবা হায় ! তব পানে ।

কর্ণ । বিনাশি অর্জুনে আমি রক্ষিব তোমারে ;
কি ভয় অর্জুনে তুমি কর বীরবর,
অর্জুন বিনাশ হেতু আমার জনম ।
প্রতিজ্ঞা আমার পার্থে বিনাশিব রণে ;
মম তুজ পরাক্রম জান হে সকলই ।
ধরি দিব্য বাণ আমি অর্জুন ঘটন
উৎসাহ অর্জুন নাশে আমার বিপুল ;
তবে কিবা চিন্তা তব সিদ্ধুরাজ স্মৃত !

জয়দ্রথ । মিছা গর্ব কেন কর্ণ কর ঘোর কাছে,
জানি হে সকলই আমি তব বীর পণা,
অর্জুনে বধিবে তুমি বৃথা এ রারতা ?
বৃথা আক্ষালন বৃথা অহঙ্কার বাক্য,

একেশ্বর পার্থ শক্ত জিনিতে সকলে,
দাক্ষণ প্রতিজ্ঞা তার মম বধ লাগি ।
কে নিবारे ধনঞ্জয়ে ভাবি ছায় ! তাই—
তাই বলি শুন রাজা কর অবধান,
লুকায়ে রাখিব প্রাণ দেহ অনুমতি ।

শকুনি । (দুর্যোধনের প্রতি ।) না বধিলে চর তুমি না শুনিলে বাক্য,
তাই জয়দ্রথ ভীক চায় পলাইতে,
সাক্ষাতে তোমার ছায় ! কুকুল রাজা ।

দুর্যোধন । (শকুনির প্রতি ।) ভয় পাইয়াছে মামা এবে জয়দ্রথ ।
ক্ষান্ত হও জয়দ্রথ শুন চর মুখে ।

জয়দ্রথ । নহিল বিশ্বাস রাজা মম বাক্য প্রতি ?

দুর্যোধন । কি বলি প্রতিজ্ঞা পার্থ, করে সভা মাঝে,
কহ চর কি শুনিলে, করে কি মন্ত্রণা ?

চর । দ্রুপ্ত বারতা প্রভু ভীষণ প্রতিজ্ঞা ।
অভিমন্যু হত শুনি অন্যায় সমরে,—
গর্জিল অর্জুন যথা গর্জে মেঘ মালা,
ঝঞ্জা-বাত সহ মিলি অশনি ষর্ষণে ;
অথবা যুগেন্দ্র সিংহ শাবক বিনাশে ;
অজাগর গর্জন বা নিরাশ ভঙ্কণে ।
গর্জিল ভীষণ পার্থ নিন্দিল রাজায় ।
শোক সন্তপ্ত চিত্ত চক্ষু ক্রোধ-দীপ্ত,
নিষ্কাশিত অগ্নি হস্ত মূর্তি ভয়ঙ্কর ।

শকুনি । (হাস্য করত ।) আপনি মরিল পার্থ শুন দুর্যোধন,—
অর্জুন বিনষ্ট বলি জানিছে সকলে ।
নির্বিরোধে রাজ্য তব হবে নিষ্কণ্টক ;
আপনি মরিল শত্রু তব ভাগ্যোদয় ।

হর্ষোধন। কি যুক্তি উদয় মামা তোমার মানসে,
কিসে এত হাস্যোদয় হৃদয় প্রকুল ?
কি যুক্তি করিলে মামা মন্ত্ৰণা কুশল,
সুরক্ষিত কুঙ্কুল তব বুদ্ধি বলে।

শকুনি। অর্জুন প্রতিজ্ঞা শুনি হৃষ্ট মম মন,
সবে মিলি কর রক্ষা কাল জয়দ্রথ
দিবা ভাগে কল্য যেন না পায় সাক্ষাৎ।
লুকাইয়া সৈন্য মাঝে রাখহ উহারে,
দিন গত কোন ক্রমে হইলে রাজন,
অর্জুন ত্যাজিবে প্রাণ সত্য বাক্য লাগি।
আপনা হইতে যদি মরিল অর্জুন,
পাণ্ডব বিজয় তব ষটিবে সহজে।
সহজেতে জয়দ্রথ যদি নাহি রয়,
বাস্কিরা গোপনে তারে রাখহ নিশ্চয়।

হর্ষোধন। ভাল যুক্তি বটে মামা ধন্য তব বুদ্ধি,
শান্ত হও কর স্থির চিত্ত বীরবর।
অর্জুনে এতেক ভয় কিসের লাগিয়া ?
ক্ষত্র কুলে জন্ম তব সিদ্ধ রাজ্য সূত,
সমর ত্যাজিতে বাঞ্ছ, হয়ে ক্ষত্রমণি !
সমবেত কুরুক্ষেত্রে যত রাজগণ,
হাসিবে সকলে আর ষোষিবে অধ্যাতি,
নিদ্রিত হইলে চিত্তে জন্মিবে প্লানি
কেমনে সহিবে বাক্য নিন্দনীয় অতি।
জয়দ্রথ পলাইল শুনি পার্থ পণ,
এই কি বীরত্ব, শৌর্য, ক্ষত্র ধর্ম, একি ?
নাহি বল তব ভুজে, নাহি বাণ ভুগে ?
গুণ কিহে নাহি বীর তোমার ধনুকে ?

নহে বাণ তুণে তব স্মৃতিক্ষ প্রথর ?
 অব্যর্থ সন্ধান তব নহে দূর ভেদী ?
 অমে অনালস কিহে নহে তব দেহ ?
 অম করা নহে কিহে অভ্যাগস তোমার ?
 তবে কি কারণে চাহ ত্যাজিবারে রণ ?

শকুনি । স্বধা কিহে ক্ষত্র নাম ধর নরবর,
 স্বধা বাণ ক্ষেপ হায় ! জীবন যাপান !
 পলায়ে গোপনে রাজা রাখিব জীবন,
 শৃগাল সদৃশ হায় করি লুকা লুকি ?
 তাই বলি ক্ষান্ত হও, শুন মন্ত্রসার ।
 যাই চল যথা গুরু, করিতে মন্ত্রণা ।

ভূর্যোধন । চল তবে সবে যাই গুরু বিদ্যামানে,
 কি বলেন আচার্য্য হে শুনিলে সত্তর ।

(সকলের প্রস্থান ।)



ষষ্ঠ অঙ্ক ।

—:~:—

২য় গর্ভাঙ্ক ।

—:~:—

পাণ্ডব শিবির—শয়নাগার—প্রভাত কাল

(যুধিষ্ঠির শয়ান—বন্দীদ্বয়ের প্রবেশ)

বন্দীদ্বয় । সম্বন্ধে ।) উঠ, উঠ মহারাজ ধর্মরাজ ওহে,
প্রভাত হইল এবে এ সুখ শরীরী,
প্রাচী দিগালোক ময় দেখ যে জাগিয়া,
নিদ্রাত্যাগি প্রবোধিত হওহে রাজন,
কত আর সুখস্বপ্ন দেখেছে প্রভাতে,
শ্মিত বিকাশিত তব বদন প্রফুল্ল,
দেহ কান্তি দিব্য তেজ রয়েছে সম্পন্ন
শ্রমালস্য বিদূরিত সুযুগ্ম সন্তোষে,
বিদূরিত শোকভার লঘু এবে চিত্ত
নিদ্রাদেবী সহ বাসে সুজ্ঞান প্রসন্ন,
উন্মিলি নয়ন দেখ অকণ উদয় ।
ভয়ঙ্কর বাক্যে পার্থ করিল প্রতিজ্ঞা,
জয়দ্রথ না বিনাশি যদি সূর্য্য অস্ত,

নিশ্চয় ত্যাজিবে প্রাণ প্রবেশি অনলে ।
 একটি হীরক খণ্ড উষাদেবী ভালে,
 প্রাচী দিগ উজ্জ্বলিল আকাশ মণ্ডলে,
 সুমন্দ হিল্লোলে বহে প্রভাত সমীর
 নিত্য কর্ম আয়োজন রয়েছে প্রভুত ;
 ষোড়শোপচারে পূজ নিজ ইষ্ট দেবে ।
 বীরগণে মহারাজ উঠি কর আজ্ঞা ।
 সমরে বিনাশি শত্রু উদ্ধারিতে রাজ্য,
 লভ নিজ রাজ্য রাজা জিনি কুবুৰাজে
 আদরে পালিহ প্রজা দেব দ্বিজ ভক্ত ;
 ধর্ম অনুষ্ঠানী তুমি, তুমি ধর্ম রত,
 দেবগণ অনুকূল তোমার উপরে,
 ধর্ম অনুসারে জয় কর পাপশত্রু ।
 অচিরে ধর্মের রাজ্য প্রাপ্ত হও তুমি,
 তব রাজ্যে সুখী সদা যত প্রজাবর্গ,
 না জানিবে শোক দুঃখ তোমার শাসনে,
 তুমি রাজা ধর্মশীল সদা দানে রত
 ধন দান, রত্ন দান, গোদান ব্রাহ্মণে,
 অতিমত গৃহ দান ভোগ্য বস্ত্রসহ ।
 দণ্ডাহেঁ যে দণ্ড দান না করে বিশেষ,
 বিপন্ন অভয় দান বর দান পাত্রে,
 উপকারী হও তুমি সর্বদা পরের,
 সরল হৃদয় তব আর চেষ্টা যত,
 সরলতা ময় তুমি দয়াজ্ঞ পুরুষ ।
 পর পীড়া না জানিবে তব প্রজাগণ,
 স্বচ্ছন্দ তোমার রাজ্যে থাকিবে সকলে ;
 কৃত্যাত্রা পুরুষ তুমি হে নয় শার্দূল ।
 ঐ শুন প্রভাতে রব করে পাখী সব

বিগত রজনী এবে ওহে ধর্মরাজ,
 ধর্ম হেতু ভুঞ্জিলে যে অশেষ ক্লেশ,
 এবে দুঃখ নিশাগত আমি অন্ধকার,
 উদিল ভাস্কর ঐ আসে সুখ দিন,
 জাগরিত হও রাজা বন্দী করে গান ।

(প্রস্থান ।)

ষষ্ঠ অঙ্ক ।

—:~*~:—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—:~*~:—

পাণ্ডব শিবিরে—সভাতলে—প্রাতঃকালে ।

(সিংহাসনে শুল্ক বেশ ধারী রাজা যুধিষ্ঠির দক্ষিণে কৃষ্ণ, বামে ভীম,
ও অন্যান্য বীরগণ, ছত্র দণ্ড ধারী ও অন্যান্য ভৃত্য বর্গ ও স্ত্রী
যুবা পুরুষ দ্বয় ।)

যুধিষ্ঠির । স্মৃতেতে যামিনী সবে করেছে যাপন,
স্মৃপ্রভাতে স্মৃপ্রসন্ন জ্ঞান সকলের,
দুরন্ত দানব যুদ্ধে ওহে জনার্দন !—
দেবগণ জয়ী যথা অগ্রে করি ইন্দ্রে,
তেমতি জয় আশা পাণ্ডবগণ আশে,
পাণ্ডব ভরসা তুমি, তোমার সহায়ে ।
অবিদিত নাহি কিছু কেশব তোমার,
যত দুঃখ পাই মোরা হতে কুরুরাজ ;
সমরে বিজয় আর যত স্মৃখ ভোগ,
সকলই নির্ভর এবে তোমার উপর ।
ভকত বৎসল তুমি ওহে দয়াময়,
সদা চিন্ত রহে যেন তোমাতে প্রসন্ন ।

অর্জুন প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ, যেন তব বরে,
অসীম কুকসাগরে তুমি মাত্র ভেলা,
দয়া করি পার কৃষ্ণ করিবে তাহাকে ।
দেখ যেন নাহি মরে পাণ্ডব তরুণী,
প্রবল বহিবে ঝড় ওহে কর্ণধার ।

কৃষ্ণ । ত্রিলোকে তেজস্বী নাহি অর্জুন সমান,
অমর্যী রণ বিক্রান্ত বহু বীর্যশালী,
হারায় সবায় যুদ্ধে নাহি আঁটে কেহ ;
ধনুর্ধর তার তুল্য নাহি যে কোথায় ;
অর্জুন বধিবে আজি দিব্য খর শরে,
ক্ষুদ্রাশয় জয়দ্রথ পামর পাপিষ্ঠে ;
বিজয়ী ফিরিবে পার্থ নাশিয়া অরাতি,
হও হে ঐশ্বর্যশালী, বিশোক, বিজ্বর ।

(অর্জুনের প্রবেশ)

(যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন পূর্বক দণ্ডায়মান হইলে—তিনি উত্থাম পূর্বক
তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া শিরস্রাণ করত ;—)

যুধিষ্ঠির । যে দেখিছে কান্তি তব অর্জুন প্রসন্ন,
দিব্য তেজোময় যুঁক্তি সাহস প্রফুল্ল,
জয়লাভ কর আজ কল্যাণে আমার ।

অর্জুন । অবধান মহারাজ আর সভাজন,
অদ্ভুত স্বপন দেখি গত রাত্রিকালে,
গগণে হইলে নিশা দ্বিতীয় প্রহর,
নিদ্রা অভিভূত আমি আছিলাম যোর,
তবে কৃষ্ণ আসি মম উদিল শিররে ;
কহিলেন বাণী অতি ললিত মোহন,—
“উঠ পার্থ কত আর শ্রুৎ নিদ্রা যাও”

তখনি উঠিয়া স্তারে করি সম্ভাষণ,
 নিদ্রাবিষ্ট আমি, ক্লম ধরি মম হস্ত,
 উঠিল গগণে উর্দ্ধ উর্দ্ধতর তবে,
 উড়ি দুইজনে ভেদিলাম অম্বর ধোরাঙ্ক,
 স্তরে স্তরে মেঘমালা এড়িলাম কত,
 বিদ্যুদ্দাম বিকশিত কাদম্বিনী তবে,
 তাহা ভেদী আর উর্দ্ধে উঠি নরনাথ,
 হরিলাম গ্রহরাজ্য ভাস্কর প্রদীপ্ত,
 তবে সে নক্ষত্র রাজ্য তার পর কিবা,
 রবাব মৃদঙ্গ বাদ্য মুখ্য করে হায় !
 তাহা সহ মিশি কিবা পশিল অবগে,
 সুরবাল। কণ্ঠগীত বীণা বিনিমিত,
 দীপ্ত তবে নভমার্গ তাড়িত উজ্জ্বল,
 উপনীত তবে হই হিমাত্রি শিখরে,
 সিন্ধু চারণগণ করিছে বিহার ;
 কতক্ষণে পাই তবে কৈলাস ভূধর,
 হর বিলাসের স্থান পর্বতের শ্রেষ্ঠ,
 পিশাচ পেরেত ভূত খেলিছে তথায়,
 শান্ত মূর্তি দীপ্তিমান আনন্দ বিহ্বল,
 মোহ মুগ্ধ আমি, ক্লম ধরিয়াছে বাহু,
 তাই কেহ না নিবारे, আমরা দুজনে,
 উত্তরিনু তবে তথা বিহারেন যথা,
 পার্বতীর সহ দেব দেব মহাদেব ।
 মনোহর পুষ্পোদ্যানে ফুল শয্যা পরে,
 রচিত কুসুম মালা অস্ত্রমালা সহ,
 গল বিলম্বিত হয়ে বিতরে সুগন্ধ ।
 কেমনে বর্ণিব আমি হর গৌরী রূপ !
 আদ্যাশক্তি গিরিরাঙ্গা রমণীর শ্রেষ্ঠ,

স্নানসুন্দরী মনোরমা গিরীশ মোহিনী,
 গিরীশ দেবতা শ্রেষ্ঠ রজত গিরিরূপে,
 মহাদ্যুতি দিব্যকান্তি শাস্ত মূর্তি হর ।
 ভক্তি সহকারে মোর। নমিহু তাঁদের
 কর বোড়ে দাণ্ডাইহু উত্তরের অণ্ডে ।
 স্তবে তুমি আশুতোষ প্রসন্ন দম্পতী,
 ক্লেশে চাহি বলিলেন মধুর বচন ;
 কি লাগি রজনী যোগে হেথা আগমন,
 বিস্তারিয়া কহ ক্লেশ কেন পার্থ সহ ?
 তবে ক্লেশ কহিলেন বাণী ভক্তি যুক্ত,
 কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ হইছে আরম্ভ,
 কিছু নহে অবিদিত সকলি প্রত্যক্ষ,—
 অন্যায় সমরে মিলি হান্ন সপ্তরথী,
 নিরস্ত্র একাকী পুত্র বধে অভিমন্যু
 প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ শোক, ক্রোধ, মোহ,
 জয়দ্রথে বিনাশিবে দিবার ভাগেতে ।
 পড়ি স্তব মামিলাম যথা ক্লেশশিক্ষা,
 তুমি দেব মহাদেব তুমি বিষ্ণুপাক্ষ,
 কঠেদেশে অস্তি মালা তব্ধের ভূষণ,
 ফণীগণ বিভূষিত সদা সর্প অঙ্গ,
 শ্মশান নিবাস তুমি শব লয়ে খেলা,
 গাঁজা ভাজ অহিকেন সতত ভক্ষণ,
 ঢুলু ঢুলু করে সদা নন্নন তোমার ।
 ঘরেতে নাহিক অন্ন নাহি যে সন্ধান,
 ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান ভীষণ মোহন,
 কটি তটে সর্প হয় তাহার বন্ধন ।
 কিন্তু অন্যে বর দিতে সদত প্রসন্ন,
 তব বরে বলবান হইবে জয়দ্রথ,

হরন্ত সমরে হায় নিবারে পাণ্ডবে,
 তাই সে অম্যায়ে হত আমার নন্দন;
 মাগি পাশুপত অস্ত্র ওহে দরাময়,
 আমারে প্রসন্ন যদি ওহে মহাদেব,
 অদূরে সুসরোবরে দেখালেন শিব,
 আশীবিষ ফণী দুই খেলিছে সলিলে,
 দেখিয়া নিভয়ে আমি ধরিলাম তাহা।
 শর শরাসন হুল দেবের প্রসাদে,
 দিব্যমূর্তি সমুজ্জ্বল দিবা আভাসুক !
 তবে তুফ মহাদেব কহিলেন বাণী,
 লহ পার্শ্ব ঐ উহ। পাশুপাত অস্ত্র ;
 মস্ত্র পূত করি তুমি ছাড়িলে ঐ বাণ,
 জয়দ্রথ বধ কাল হইবে অবশ্য।
 পেয়ে বর মনোমত নমস্কারি দোহে,
 কিরিলাম নিদ্রাবেশে আমরা দুজন।
 অপূর্ব স্বপন দেখি কৃষ্ণ অনুগ্রহে,
 সুদৃঢ় ভরসা মোর আটেছ কৃষ্ণ প্রতি,
 কৃষ্ণ সহায় সদা কৃষ্ণ বুজি বল ;
 দেহ আভা নর বর যাই তবে রণে,
 অগ্রে করি বাসুদেবে, মঙ্গল নিদান,
 অর্জুন সারথি যিনি হন নিজগুণে,
 প্রসন্ন যদ্যপি মহারাজ নারায়ণ,
 কি ভয় সমরে তবে সর্বত্র বিজয়।

যুধিষ্ঠির । মহাদেবে নমস্কার কর সর্বজন,
 পাণ্ডবের জয় আশী দেব অনুগ্রহে,
 যাও পার্শ্ব রণে—কৃষ্ণ রক্ষ ধনজয়ে ;
 কি আর অধিক তোম। বলিব হে আমি ;

পাণ্ডব সহায় তুমি তোমার ভরসা,
আর যত বীর সব যাও যুদ্ধ স্থলে।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অপরাক্ষে—কুরুসেনা মধ্যে—অগ্নি প্রস্তুত আয়োজন

(কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রবেশ।)

অর্জুন। সর্বদিন যুদ্ধ করি পরিশ্রান্ত এবে,
তবু নাহি পাইলাম জয়দ্রথে দেখা ;
বার ক্রোশ ব্যাপী সৈন্য কুঙ্কর সাজনি,
উত্তরিনু এতদূর নহিল সাক্ষাৎ ।
পাণ্ডু পুত্র সখা তুমি পাণ্ডবের বুদ্ধি,
ঐ দেখ অস্তাচলে গেল দিনমণি !
না বধিনু জয়দ্রথে বাক্য ব্যর্থ মোর,
অভিমন্যু বধ শোক রহিল হৃদয়ে,
জয়দ্রথ হত বার্তা। না শুনিল ভদ্রা ;
প্রিয় প্রিয়জন যত হতেছে স্মরণ,
সন্তাপ বাড়িছে কৃষ্ণ বিলম্বিহি যত ।
ত্বরাকরি কর ওহে অগ্নি প্রস্তুতন,
সত্য বাক্য লাগি আমি ত্যাগিব জীবন,
কুরুসেনা মাঝে আজ মরিল অর্জুন -
ঘোষিবে সংসার কথা কৃষ্ণে বলি সখা,
বিপদ উদ্ধার তার নারিল কেশব ।
আকাশে উঠুক শিখা জ্বলুক অনল,
দেখুক সকলে আজ মরিতেছে পার্থ,
প্রজ্বলিত হৃদয়নে প্রবেশি জীবন্ত !

কৃষ্ণ । প্রজ্বলিত তুযানল দেখেহে প্রচণ্ড,
 আর দেখ যত ঐ আসে কুরুগণ ।
 (হর্ষোদ্বিগ্ন, হঃশাসন, কণ ও শকুনির প্রবেশ)

হর্ষোদ্বিগ্ন । জ্বলিত অনল পার্শ্ব প্রবেশ এখন,
 বাক্য সত্য কর বীর ধরম স্বজিন,
 কোথা ভীম এবে আসি দেখুক এখানে,
 তাই তার মরে এই জ্বলিয়া অনলে ।
 অদ্যকার যুদ্ধে ভীম বধে ভ্রাতৃগণে,
 এক শত ভ্রাতা মধ্যে দুটি মাত্র বাকী,
 একে একে ভ্রাতৃ শোক পশিল হৃদয়ে ।
 দারুণ ব্যথিত আমি মর্মেতে পীড়িত,
 এবে আসি দেখ ভীম মরে তব ভ্রাতা !
 —কণেক অপেক্ষা কর ডাকি আমি ভীমে,
 ভীম না দেখিল যদি তোমার মরণ,
 কেমনে সহিব বল আমি ভ্রাতৃশোক ?

কৃষ্ণ । আপনি মরিছে পার্শ্ব নিজ সত্য লাগি,
 তাই কি আনন্দ রাজ্য তোমার এতেক ?
 এতক্ষণ কোথাছিলে লুকায় আপনা,
 কোথা তব জয়দ্রথ দেখুক আসিয়া ।
 না বধি তাহারে পার্শ্ব বিনাশে আপনা,
 সত্য হৃত নহে কভু পাণ্ডব সংসারে !

অর্জুন । (স্বগত) মরিব, মরিব কিন্তু কি হয় মরিলে ?
 কেহ নাহি জানে হায় ! কি হয় মরিলে ?
 দেহের বিনাশ না—না—রূপান্তর মাত্র ?
 প্রিয় জন প্রিয় বস্তু মৃত্যুতে বিচ্ছেদ
 আশা, অভিলাষ যত, সকলই বিলোপ ;
 জীবের কামনা, ভোগ, সংসর্গ আনন্দ,

আশার বিনাশ মৃত্যু, সংসার রহস্য ;
 ভ্রাতা, পুত্র, পরিবার, পরিজন যত—
 সবারে ছাড়িয়ে আমি যাই যমঘরে ।
 আমি—আমি—কেবা আমি আমি কোথাকার ?
 দেহ ঘটে আমি থাকি, মরিলাম আমি ;
 আমার অভাব আমি না পারি ভাবিতে ।
 আমার সত্ত্বার আমি না দেখি ইয়ড়া !
 কিন্তু তবে মৃত্যু কেন এত ভয়ঙ্কর ?
 কি হয় মরিলে, কেবা জানে হে নিশ্চয় !
 সন্দেহ পীড়িত চিত্ত প্রিয় পরিত্যাগে ।
 মৃত্যুর যাতনা স্মৃতি সবার স্মরণ ।
 স্মৃতির বিলোপ যদি হয় মৃত্যুকালে,
 সকলই কুরায় স্মৃতি হইলে বিলুপ্ত ।
 কিন্তু যদি রহে স্মৃতি, মৃত্যু ভয়ঙ্কর !
 কৌরবে জিনিয়া রাজ্য, করি নিষ্কণ্টক,—
 কর্ণ শকুনিরে বধি, বধি হুৰ্য্যোধনে,—
 উদ্ধারি ধর্ম্মের রাজ্য দিব ধর্ম্মরাজে ।
 ভয়ীভূত সব আশা দেহের সহিত !
 জ্বলিছে অনল আর দহিছে হৃদয় ।
 —কিন্তু—কেন কিন্তু, হায় ! মরিব নিশ্চয় ।
 করিয়াছি পণ আমি, ফিরিবার নয় !
 অভিমন্যু সহ দেখা ঘটিবে অবশ্য ।
 কৃষ্ণ । এই দেখ ধনঞ্জয়, আসে জয়দ্রথ,
 হাস্য বিকশিত মুখ হায়রে তাহার ।

(জয়দ্রথের প্রবেশ)

অর্জুন । না বিলম্বি আর কৃষ্ণ, প্রবেশি অনলে ;
 জয়দ্রথ শ্বিতানল না পারি দেখিতে ;
 বিজপি হাসিছে দেখ কুরুগণ যত !

কর্ণ । আপনি মরিবে পার্থ আপনার দোষে,-
 কেন যে প্রতিজ্ঞা তুমি করিলে হরন্ত,
 আপনার সাধ্য যেই না বুকে সংসারে ।
 বিক্রপ তাহার ভাগ্যে, গঞ্জে সর্বজন ;
 মরিবে মরছে পার্থ কে বারিবে তোমা ?
 আক্ষেপ আমার কিন্তু রহিল জীবনে,
 সমরে সংহার তব নহে মমহন্তে !

অর্জুন । কে কায়ে সংহার করে দেখিতাম তাই,
 দিবাকর যদি এবে থাকিত উদিত ।

জয়দ্রথ । মর পার্থ অগ্নি মাঝে কিসের বিলম্ব,
 মায়ী মুঞ্চ তুমি কিহে সত্যবাদী বীর ?

অর্জুন । প্রাণ ভরে লুক্কায়িত থাকি এতক্ষণ,
 দিবা অস্তে গর্জ্জ আসি যেমন শূগাল !
 সত্য লাগি মরি আমি দেখুক সকলে,
 গাণ্ডীব আমার সখা হবে মৃত্যুকালে ।

(অগ্নি নিকটে ধনুক ধরিয়া অগ্রসর)

কৃষ্ণ । ত্যাজ শোক ধর বাণ মধ্যম পাণ্ডব,
 পশ্চিম গগণে ভানু ঐ দেখ উদিত !
 মেঘ অন্তরিত এবে বধ জয়দ্রথ ।

(আকাশ প্রতি সকলের দৃষ্টি ।)

অর্জুন । আর কোথা যাবে তুমি পামর,
 কেবা তোমা রক্ষে এবে এই বাণঘাতে ।

(বাণে হত হইয়া জয়দ্রথের মৃত্যু)

চল ফিরি নারায়ণ যথা যুধিষ্ঠির,
 তুষিতে জানাসে বার্তা জয়দ্রথ বধ ।

(সকলের প্রস্থান)

সমাপ্ত ।

